বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা ২০২২ - ২৩ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম প্রকাশ

নবাঙ্কুর

স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়

সরকার স্বীকৃত মহাবিদ্যালয়

(বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত)

ইউ.জি.সি. স্বীকৃত

প্রতিষ্ঠা বর্ষ - ২০০৯

ভড়া, বাঁকুড়া

SWAMI RASHBIHARI DAS KATHIABABA'S VISIT

ANNUAL CULTURAL PROGRAMME 2023

BKU REGISTRAR ADDRESSING COLLEGE STUDENTS

স্বামী ধনঞ্জয় দাস
কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়

নবাঙ্কুর

বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা

সপ্তম প্রকাশ - ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ

পত্রিকা প্রকাশ ও সহযোগিতায়
পত্রিকা কমিটি, স্বামী ডি ডি কে মহাবিদ্যালয়
ভড়া, বাঁকুড়া

নবাঙ্কুর

প্রকাশক ঃ
ড. কাকলি ঘোষ (সেনগুপ্ত)
অধ্যক্ষা, স্বামী ডি ডি কে মহাবিদ্যালয়
ভড়া, বাঁকুড়া

প্রকাশকাল ঃ
বৈশাখ, ২০২৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ ঃ
পত্রিকা কমিটি

প্রুফ সংশোধন ঃ
স্বাতী সিনহা, রফিয়া সুলতানা মোল্লা,
সংহিতা ব্যানার্জী, ভরত টুডু, রাজকুমার মুর্ম্মূ
সুবীর বাজ, মোনালিসা লাহা

মুদ্রণে ঃ
ষাঁড়েশ্বর প্রিন্টিং প্রেস
বিষ্ণুপুর

বাৎসরিক পত্রিকা কমিটি

১. ড. কাকলি ঘোষ (সেনগুপ্ত) - সভাপতি

২. স্বাতী সিন্‌হা - যুগ্ম আহ্বায়ক

৩. রফিয়া সুলতানা মোল্লা - যুগ্ম আহ্বায়ক

৪. সংহিতা ব্যানার্জী - সদস্য

৬. পায়েল সী - সদস্য

৭. মোনালিসা লাহা - সদস্য

৮. অঞ্জলি কিসকু - সদস্য

৯. সুবীর বাজ - সদস্য

১০. সত্যজিৎ রায় - সদস্য

১১. সুজিত মন্ডল - সদস্য

১২. অনুপ কুমার ঘোষ - সদস্য

১৩. আশুতোষ মন্ডল - আমন্ত্রিত ছাত্র প্রতিনিধি

Governing Body

SHRI GORAPADA DE	PRESIDENT
DR. KAKALI GHOSH SENGUPTA	PRINCIPAL AND SECRETARY
SHRI BALAI CHANDRA GARAI	DONOR MEMBER
DR. ANUPAM GHOSH	GOVT. NOMINEE
DR. ARIJIT SINGHABABU	GOVT. NOMINEE
SHRI ARUNAVA BANERJEE	NOMINEE OF W.B.C.H.E
Dr. NARENDRA RANJAN MALAS	UNIVERSITY NOMINEE
DR.CHAITALI MANDI	UNIVERSITY NOMINEE
DR. MAHUYA BANDYOPADHYAY	TEACHERS' REPRESENTATIVE
SHRI BIPUL CHANDRA MANDAL	TEACHER'S REPRESENTATIVE
RAFIA SULTANA MOLLA	TEACHERS' REPRESENTATIVE
SHRI SATYAJIT ROY	NON TEACHING STAFF REPRESENTATIVE

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ

ড. কাকলি ঘোষ (সেনগুপ্ত) এম.এ., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি (অধ্যক্ষা ও সম্পাদক)

বাংলা বিভাগ

১. রফিয়া সুলতানা মোল্লা - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ., এম.ফিল.
২. সংহিতা ব্যানার্জী - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ.
৩. ড. তনুশ্রী দে - SACT-I (সঃ স্বীকৃত), এম.এ., পি.এইচ.ডি
৪. জয়দীপ কুমার দে– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ., এম.ফিল.
৫. মোনালিসা লাহা– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ., এম.ফিল.

ইংরেজী বিভাগ

১. স্বাতী সিন্‌হা– - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ., এম.ফিল.
২. সৌতিক ভট্টাচার্য– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১. ড. কেদারনাথ দে– - সহকারী অধ্যাপক, এম.এ., পি.এইচ.ডি
২. ইমন কল্যাণ মালিক– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.
৩. অনিল রানা– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

ইতিহাস বিভাগ

১. বিপুলচন্দ্র মন্ডল– - সহকারী অধ্যাপক, এম.এ., এম.ফিল.
২. কাকলি ব্রহ্ম– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.
৩. ময়না চ্যাটার্জী– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.
৪. শিবদাস হেমব্রম– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

ভূগোল বিভাগ

১. ড. মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়– - সহকারী অধ্যাপিকা, এম.এ., পি.এইচ.ডি
২. সন্দীপ নন্দী– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

সংস্কৃত বিভাগ

১. অপু ঘোষ– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.
২. সুবীর বাজ– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

সাঁওতালি বিভাগ

১. ভরত টুডু– - SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

২. অঞ্জলি কিসকু – SACT-I (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

৩. গীতা মুর্ম্মু – SACT-I (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

৪. রাজকুমার মুর্ম্মু – SACT-I (সঃ স্বীকৃত), এম.এ., এম.ফিল.

৫. সত্যজিৎ টুডু – SACT-I (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১. তনুশ্রী রায় – SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

২. চাঁদ অধিকারী – SACT-I (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

শারীর শিক্ষাবিভাগ

১. অমিত সামন্ত – SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ., এম.পি.এড

২. সরোজ মারিক – SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ., এম.পি.এড

দর্শন বিভাগ

১. ড. কাকলি ঘোষ (সেনগুপ্ত) – অধ্যক্ষা, এম.এ., এম.ফিল., পি.এইচ.ডি

২. কুহেলী দে – SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

১. পল্লবী দাস – SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ., এম.ফিল.

২. শিবনাথ বিড – SACT-II (সঃ স্বীকৃত), এম.এ.

গ্রন্থাগারিক

১. পায়েল সী - গ্রন্থাগারিক - M.L.I.Sc.

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১. সত্যজিৎ রায়	–	M.Sc. – Accountant and Head Clerk (Addl. Charge)
২. তুফান সরকার	–	B.Com. (Hons.) – Cashier
৩. সুরজিৎ মন্ডল	–	B.Sc. – Clerk
৪. সুজিত মন্ডল	–	B.Sc. – Typist
৫. শ্যামসুন্দর মন্ডল	–	M.P. – Peon
৬. সুকদেব বাগদী	–	M.P. – Peon
৭. বরুণ মুখার্জী	–	M.P. – Guard
৮. হারু বাগ্‌দী	–	VIII Std. – Part-time Sweeper (Govt. approved)
৯. অনুপ কুমার ঘোষ	–	B.A. – Office Peon (Casual)
১০. সৌরভ দে	–	B.A. – Gymnasium Instructor (Temporary)
১১. রঞ্জন চক্রবর্তী	–	M.P. – Hostel Cook (Casual)
১২. বাবলু লোহার	–	VIII Std. – Hostel Helper (Casual)

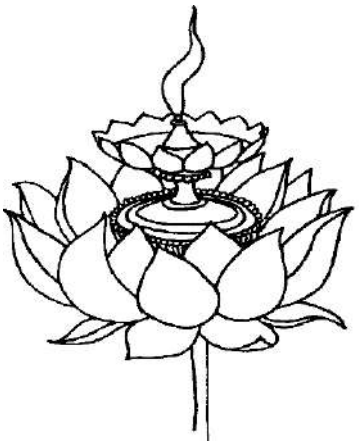

MESSAGE

শুভেচ্ছাবার্তা

PROF. DEB NARAYAN BANDYOPADHYAY
VICE CHANCELLOR
BANKURA UNIVERSITY
Main Campus, Bankura Block-II
P.O.: Purandarpur, Dist.: Bankura
Pin: 722155 (West Bengal) India
E-mail: vcbkru@gmail.com
Website: www.bankurauniv.ac.in

16.02.2023

MESSAGE

I have come to know that Swami Dhananjoy Das Kathiababa Mahavidyalaya has decided to publish their 7th issue of college magazine titled 'Nabankur' which will be a platform for the critical and creative expression of the teachers and students of the college.

I do welcome this splendid initiative. I believe that the college magazine will work as a forum for the exchange of brilliant ideas.

I wish the magazine all success.

(Deb Narayan Bandyopadhyay)
Vice Chancellor
Bankura University

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহকুমা শাসকের করণ, বিষ্ণুপুর
জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১২২
ফোন নং:- ০৩২৪৪-২৫২০৫৫(অফিস) e-mail: sdo_bishnupur@nic.com

স্মারক নং ১৬ /সি./এফ-১৬ তারিখ ০১/০১ /২০২৩

!! শুভেচ্ছা !!

বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর ব্লকের অধীন **স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়**-এর উদ্যোগে মহাবিদ্যালের সপ্তমবর্ষ সাহিত্য পত্রিকা **"নবাঙ্কুর"** প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সচেতনতা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে উঠুক।

আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিদ্যালয়ের পাঠদানের ঐতিহ্যকে আগামী দিনে আরও উন্নত করবে আশা রাখি।

স্মরণিকা প্রকাশের ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক, মহাবিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি এবং উদ্যোক্তাদের জানাই হার্দিক অভিনন্দন।

শুভেচ্ছা সহ,

[অনুপ কুমার দত্ত, ডব্লু.বি.সি.এস.(এক্সি.)]
মহকুমা শাসক, বিষ্ণুপুর
বাঁকুড়া।

প্রতি,
ড. কাকলি ঘোষ সেনগুপ্ত,
অধ্যক্ষা, স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়
পোঃ- ভড়া, জেলা- বাঁকুড়া,
পিন-৭২২১৫৭।

D:\Office Letter\CA\Subechha\School - College.doc

TANMAY GHOSH (BUMBA)
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Resi : Station Road
P.O. & P.S. : Bishnupur
Dist : Bankura
Office : College Road, Near Rasmancha
P.O. & P.S. : Bishnupur
Dist. : Bankura
Pin : 722122
Ph. (Off.) : 9609977500, 8250613965
e-mail : ghoshbumba11@gmail.com

Memo No.: MLA-2022/VSU/393

Date .....

MESSAGE OF WELL WISHES

I am glad to know that Swami Dhananjoy Das Kathiababa Mahavidyalaya, P.O.- Bhara, Bishnupur and District- Bankura is going to publish their college Magazine, Name- 'NABANKUR', 7th edition for the academic session of 2022-2023 on the successful completion of 13 years in the field of education. I believe that this special issue not only provides an outlet to the latent creative potential of the students but also proudly showcases the milestone the college has achieved in the field of education.

Achievement without happiness is no success at all. And hence, it is again very important to look within and realize as to what it is that one wants. Education helps one in forging one's own path and also introspection. It becomes the responsibility of education system to instil in our students those values which help them to create stability in every stage of life. I firmly believe that the respected Principal and all respected Professors of Swami Dhananjoy Das Kathiababa Mahavidyalaya lay equal emphasis on training students in vital aspects of life like anger management, anxiety control, meditation, Yoga, etc. along with academics.

I convey my enormous respect to all personalities who are providing their best to help our future generation to achieve their goals and equally my best wishes to all Students of the college for the coming session and expecting from the respected educationist for their commendable effort towards providing holistic education to all students. Heartiest congratulations and respect to everyone.

Place:- Bishnupur
Date:- 30/01/2023

Tanmay Ghosh (Bumba)
M.L.A. (W.B.)
255-Bishnupur Constituency
Dist.- Bankura

Principal's Message

A college magazine is a mirror of college life. It reflects the literary, educational and sports activities going on in the college. The most important is that it brings out the latent creative talents of the students and this helps them to form the habit of reading and writing.

Our teachers try to guide and nurture the students to understand the world around them, develop an openness to the knowledge of one's own and the others as that is what keeps him away from ignorance. Together we strive to in corporate the four pillars of learning : learning to be, learning to know each other, learning to do and learning to live and share together.

Best Wishes
Dr. Kakali Ghosh (Sengupta)

From The Convenors' Desk :

Dear All,

The Magazine Committee of Swami Dhananjoy Das Kathiababa Mahavidyalaya is delighted to announce the publication of the seventh issue of its college magazine “Nabankur" dedicated to the the comic artist, writer and illustrator Shri Narayan Debnath. Shri Debnath, the creator of Bengali comic strips like “Handa Bhonda" (1962), Batul the Great(1965) and Nonte Phonte(1969) has been an integral part of our childhood imaginary populating young minds with a fascinating array of characters drawn from the everyday world of children. A character like Batul the Great while very much a part of the humdrum everyday reality also shares the qualities of a superhero being able to take on tanks, aircrafts and missiles. The pairs of street urchins such as Handa-Bhonda and Nonte-Phonte who are up for mischief are endearing portraits of local neighbourhood kids. Debnath who started his career in the 1950s as a freelance illustrator for the magazine *Shuktara* had a long illustrious career and may be credited as being the pioneer of the Bengali graphic narrative. His fervent visual imagination reconceptualized Bankimchandra Chattopadhyay's novel *Durgeshnandini* as a graphic narrative which he entitled *Chitre Durgeshnandini* (1962). In short Narayan Debnath left an indelible imprint on the minds of children and young adults. We hope that our readers will appreciate this humble effort on our behalf to create a space where burgeoning young scholars, faculty and staff members and well wishers may allow free rein to their creative imagination.

Thank you,

Rafia Sultana Molla

Swatee Sinha

Joint convenors of the Magazine and Prospectus Committee

সূচীপত্র

কবিতা

১) কবি'কে - রফিয়া সুলতানা মোল্লা, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান (বাংলা বিভাগ)
২) লাল মাটির রাস্তা - মোনালিসা লাহা (বাংলা বিভাগ, স্টেট এডেড কলেজ টিচার)
৩) বেমানান --- তনুশ্রী রায় (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, স্টেট এডেড কলেজ টিচার)
৪) হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি - রীমা দাঁ (পঞ্চম সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ)
৫) শীতের কবিতা - স্নেহা কর্মকার (পঞ্চম সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ)
৬) অভিমান - পায়েল কর্মকার (পঞ্চম সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ)
৭) আমাদের কলেজ - মৃনাল মাঝি (তৃতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ)
৮) প্রথম অনুভূতিগুলো - সানিয়া খাতুন (দ্বিতীয় বর্ষ)
৯) আমি চাই - কেয়া সূত্রধর (প্রথম বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ)
১০) গাছ ও বৃষ্টির গল্প - অর্পিতা কর্মকার (প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ)
১১) বাঙালি নারী - শ্রেয়া দে (প্রথম বর্ষ, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ)
১২) বহুরূপী - রিয়া দে (প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ)
১৩) প্রবীণ নবীন সেতুবন্ধন - সেখ আবদুল্লা (প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ)

গল্প

১) আশ্চর্য এক জাদুকাঠি - অনিমেষ পাল (প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ)
২) বাঁচাও আমায় - বিজয় রুইদাস (প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ)

প্রবন্ধ

১) "যোশীমঠ বিপর্যয়" - ভৌগোলিক অনুসন্ধান - ড. মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
(সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল বিভাগ)
২) 'শ্রীগুরু চরণে' - বলাইচন্দ্র গরাই, সদস্য (ভড়া কলেজ পরিচালন সমিতি)
৩) আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঃ- বিবাহকেন্দ্রিক পণপ্রথা - পল্লবী দাস
(সমাজতত্ত্ব বিভাগ, স্টেট এডেড কলেজ টিচার)
৪) সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি ব্যস্ততা - সত্যজিৎ রায় (অ্যাকাউন্ট্যান্ট)

সংস্কৃত

১) ভজ গোবিন্দম - জয়দেব মন্ডল (প্রাক্তন ছাত্র, সংস্কৃত বিভাগ)

সাঁওতালী

১) [illegible] - Rajkumarmurmu, SACT
২) [illegible] - Anjali Kisku, SACT , Dept. of Santali
৩) [illegible] - SakuntalaKisku
৪) [illegible] - Rima Hembram (sem I)
৫) [illegible] - Jayanta Hembrom
৬) [illegible] - Parimal Mandi(Ex. Student)
৭) [illegible] - Sagar Mandi (Ex Student)
৮) [illegible] - Pratima Hansda (1st sem Geo)
৯) [illegible] - Jayanta Hembram

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2023

CAREER COUNSELING

EDUCATIONAL TOUR 2023

ANNUAL SPORTS 2022-23

NSS DAY 2023

RECEIVING CUP FROM HON'BLE V.C., B.K.U.

বাংলা

23rd January Celebration 2023

Blood Donation Camp

Rabindra Jayanti 2022

Farewell Sem. 6 (Bengali Department)

Bhasa Divas 2023

Saraswati Puja 2023

কবি'কে

রফিয়া সুলতানা মোল্লা
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

ভালো আছো কবি -
বন্ধ্যা অন্ধকারে যেথা অবরুদ্ধ আশা
উপহাসে জর্জরিত ;
প্রতিক্ষণে বাজি ধরে এ জীবন পাশা ?

সোনারোদে শিউলিভোর
জোনাকি - জ্যোৎস্নায় ঢাকা
হেমাঙ্গী নিশিথে পূর্ণিত যৌবন
উবে গেছে সব
হৃদয়ের পান্থশালে।

চারিদিকে মাকড়শার জাল
যেন ঘিরেছে কুয়াশা
রক্তিম বসন্তের দেরি কত আর?
অথবা সে না ফেরার দেশে শীতঘুমে নিরাপদ নিশ্চুপ?

ক্ষ্যাপা আজও খুঁজে ফেরে পরশ পাথর?
কিছু শুদ্ধি এ জীবনের?

তবু কবি, এ কবিতার বাসভূমি
প্রিয়জন পরিজন স্নেহঋণ রেখে
যাওয়া যায়?

কবি, জীবনের বোধ যদি আজও অচেনা
কবিতার অবগাহে বৃথা এ সাধনা।

লাল মাটির রাস্তা

মোনালিসা লাহা
(বাংলা বিভাগ)
স্টেট এডেড কলেজ টিচার

লালমাটির রাস্তায়
মুঠো মুঠো ধূলো উড়ছে
হু হু বাতাসে।

গরুর গাড়ির অত্যাচারে
সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত।
গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে কঙ্কালসার শরীরের
করুন আর্তি পরিলক্ষিত।

বর্ষার জমা জলে শরীরে ঘা প্রত্যক্ষ।
তবুও
সমগ্র ঋতুজুড়ে অবহেলিত অত্যাচারিত হতে হতেও
নীরব নিঃশব্দ প্রতিবাদহীন ভাষায়
অনন্ত অপেক্ষা –

সেই সুদিনের জন্য, সেই মহাত্মার জন্য,
সেই শান বাঁধানো কংক্রীটের জন্য।

বেমানান

তনুশ্রী রায়
(স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

আমি বড়ই বেমানান
ঐ চোরাবালির বুকে।
বালির হৃদয়ে পা
বড় কাছাকাছি,
তবুও তফাৎ।
বালি তুমি মনে করো না কিছু।
তোমার স্থিতিতে আমার গমন
এ যে কালের লিখন।
তোমার হৃদয়ে জায়গা দিও
একটি অশ্রুবিন্দু
টেপা ঠোঁটের গা বেয়ে
তোমার হৃদয়পুরে।
ঠিকো রোদের তেজে
পুড়ে যাই যদি সবটুকু
মরুভূমি তুমি ঢেকে দিও
তোমার ঐ বালি চোরাপথে।।

শীতের কবিতা

স্নেহা কর্মকার
(পঞ্চম সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ)

সকালবেলা শীতের সূর্য উঠছে একটু হেসে
কুয়াশা যেন ঢেকে রেখেছে আকাশটিকে সে।
তীব্র থেকে তীব্র ঠান্ডা কাটছে প্রতিদিন
গরীবেরা মহাকষ্টে আছে নিদ্রাহীন।
শীত ঋতুটি মজার কারণ অনেক ঘোরা হবে
খাওয়া দাওয়া পরিধান মেলায় যাওয়া যাবে।

বহুরূপী

রিয়া দে
(প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ)

নানা সাজ নানা ভঙ্গী, তুমিই তো বহুরূপী,
ভেল্কি ও কায়দা আরও অবাক করা কীর্তি,
অনেক কিছুর নকল করা বহুরূপী ধর্ম
মজা ও অবাক করা বহুরূপীর কর্ম,
বহুরূপীর জীবনযাপন ভিন্ন রূপের হয়
বাঁধা ধরা জীবন নদী একদমই তার নয়
বহুরূপী হওয়ার সাধ তাইতো মনে জাগে
বহুরূপী দেখে আমার আনন্দে মন নাচে
বহুরূপী হতে পারলে হতো না তো মন্দ
একনিমিষে বদলে দিতাম আমার জীবনের ছন্দ।

অভিমান

পায়েল কর্মকার
(পঞ্চম সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ)

চেনা রাস্তায় চোখের কোণে মেঘ জমলে, আঙ্গুল ভাঁজে
তোমার ছোঁয়ার গন্ধ এনো।
যদি কখনও জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখি, তুমিই আমার
মন খারাপের কারণ জেনো।
শহর জুড়ে জড়িয়ে থাকা স্মৃতির ধুলো, বাষ্প জমা
চশমা যখন মুছিয়ে দিলো।
কখনও কি ভোলা যায় তার কথা, সেই ছেলেটা
ভালোবাসতে শিখিয়েছিলো।

গাছ ও বৃষ্টির গল্প

অর্পিতা কর্মকার
(প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স)

উড়ে যায় আকাশ পথে
একটি রঙিন পাখি
পাখির চোখে ভরের রেখা
মেঘের ডাকাডাকি।
বৃষ্টি এল গাছের মাথায়
ভিজিল পাখির ছানা
গাছ বলল রঙিন পাখি
উড়তে এখন মানা।
বৃষ্টি বলে কী ইবা হবে
ভিজল না হয় কিছু
এমন দিনে থাকলে না হয়
মেঘের পিছু পিছু।
আমরা জলে ভিজছ তুমি
ভিজছে সারা পাড়া
বর্ষা দিনে মজা মাথায়
বৃষ্টি ভেজা ছাড়া।

প্রবীণ নবীণ সেতুবন্ধন

সেখ আবদুল্লা
(প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ)

প্রবীণ কোনায় অভিজ্ঞতা,
নবীন কোনায় করতালি,
প্রবীণ শেখায় সৃষ্টি করা,
নবীন শেখায় অগ্রগতি,
প্রবীণ লেখা স্মৃতির পাতায়,
নবীন দেখায় ভরসা,
একের পিঠে দুই-এর মিলন,
প্রবীণ নবীন স্তম্ভ,
প্রবীণ গড়ে সূত্রপাতে,
নবীন গড়ে ইতিহাস,
প্রবীণ পায় সীমা রেখা,
নবীন পায় মক্তন
প্রবীন শেখায় সৃষ্টির খেলা,
নবীন শেখায় রঙের মেলা।
প্রবীণ বোঝায় বার্ধক্য
আর নবীন বোঝায় প্রজন্ম।
প্রবীণ বিদায় মনো বেদনায়,
নবীন বরণ অনুষ্ঠানে।
নবীন কে বরণ করো,
প্রবীণ দ্বারা।
প্রবীণ বিদায় জানাও
নবীন দ্বারা।
প্রবীণ নবীন সেতুবন্ধন, এই সূত্রে বাঁধা
এক অন্তরঙ্গ সৃষ্টি।।

প্রথম অনুভূতিগুলো

সানিয়া খাতুন
(দ্বিতীয় বর্ষ)

যখন আমি যৌবনের বারান্দায় বসে একলা রাতের,
ইচ্ছেগুলোর সাথে কাটাকুটি খেলছি।
যখন নিজের স্বপ্নগুলো নিঙড়ে, দোয়াত ভরে,
বৃষ্টির কথা লিখতে গিয়ে ভুল করে তৃষ্ণার গল্প লিখেছি।
যখন, চাঁদকে দেখে, জ্যোৎস্নার পিপাসায় মাতাল হযে পড়েছি,
যখন শরীরের গল্প শুনে বুঝেছি নারী পুরুষের তফাত কেন হয়।
জেনেছি, না পাওয়ার আগুনে গলে, নেই হবার আগেই,
শরীরের তেষ্টাগুলো শুষে নিয়ে, আবার ও যে মাতাল হতে হয়।
তখনও প্রতি রাতে আবিষ্কার করেছি, নিজের অনুভূতির রহস্যগুলো,
বুকের মধ্যে জমা হাজারো প্রশ্নের মালিকানা তখনও আমার।
জেনেছি, অবহেলার ঘ্রাণ পেলে, ভালোবাসা কেন মরতে চাই,
যৌবনের চড়াই-উৎরায়ের খাঁজে সপে দিলে, কেন পথ থাকেনা নামার।
তখন যৌবনে আমার সদ্য পায়ের ছাপ,
ক্যালেন্ডার যতই হয়েছে পুরানো; বৃদ্ধি পেয়েছে অনুভূতির বিন্দু।
মনের মধ্যে এক অজানা মুখ; তাও আবার কাল্পনিক,
হাতের কাছে পেয়েছি ছোট্ট জলা, সেটাকেই ভেবেছি ভালোবাসার সিন্ধু।
তখনও বুঝিনি, অপেক্ষাও বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ হয় সময়।
বৃদ্ধ হয় শরীরের ভাঁজ। আশার আলো হয় ক্ষীণ।
ধমনীতে কমে রক্তের গতি, অদৃশ্য হয় স্পর্শের মাদকতা।
ছায়ার আঙুল ছুঁয়ে এগিয়ে চলা, মৃত্যু দিয়ে শোধ হয় জন্মের ঋণ
বুকের সেল্ফে ভাঁজ করে রাখা আমার হৃৎপিন্ডের অনুভূতি, অথবা,
স্পর্শর সুতো দিয়ে আমার, একটা স্বপ্নের বিকেল বোনার গল্প।
জীবনের সন্ধ্যে বেলা যখন ঘনিয়ে আসে, তখন মনে হয়
আমার জন্য ধার্য করা সময়টা ছিলো; সত্যিই বড় অল্প।

আমি চাই

কেয়া সূত্রধর
(প্রথম সেমেস্টার, ইংরেজি বিভাগ)

আমি চাই, তোমাকে চাই, আমি তোমার প্রেমে প্রেমময় হতে চাই।

যেখানে এই শহর হাজারো প্রেমের ছোটো গল্প লিখতে ব্যস্ত,
সেই শহরে আমি তোমায় নিয়ে উপন্যাস লিখতে চাই।

যেই শহরে হাত ধরে ঘোরাকে আদিখ্যেতা বলা হয়,
সেই শহরে আমি তোমার কাঁধে মাথা রেখে শান্তি অনুভব করতে চাই।

যেই শহরে রূপকথার গল্পে রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসে,
সেই শহরে আমি তোমার হাতে হাত রেখে গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করতে চাই।

যেই শহরে মন ভালো করার উপকরণ টিভি ও মোবাইলের স্ক্রিন,
সেই শহরে আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে চাই।

যেই শহরে প্রেমের অনুপস্থিতিতে বিষন্নতা ছড়িয়ে পড়ে শিরায় - ধমনীতে,
সেই শহরে আমি তোমার বিরহে লীন হয়ে প্রেম উদযাপন করতে চাই।

যেই শহরে চাওয়া - পাওয়ার মাঝে মানুষ হারিয়ে ফেলে নিজের অস্তিত্ব,
সেই শহরে আমি তোমার নামের মালা পরে অস্তিত্ব লাভ করতে চাই।

"হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি"

রীমা দাঁ
(পঞ্চম সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ)

চলে যায় দিন, মাস, বছর –
ঘুরতেই থাকে সময়ের চাকা।
আজ বর্তমান ; কাল অতীত ; আগামী
আগামী দিনই ভবিষ্যৎ।
ভবিষ্যৎ হয় বর্তমান ; আবারও অতীত।

ফেলে আসা দিনগুলো ; পেরিয়ে আসা মাসগুলো –
শেষ হয়ে যাওয়া বছরগুলো সবই ফিরে আসে।
চৈত্রের পরে নতুন বৈশাখ
ডিসেম্বর এর পরে জানুয়ারী ;
পর্যায়ক্রমে ফিরে আসে।
ফেরে নাই ; শুধু মনের অ্যালবামে ভসে থাকে।
গেঁথে থাকা স্মৃতি গুলো।
ঢেঁকির ক্যাচ কোঁচ শব্দ ;
কেলেস্ চালের মাড় ভাত –
বুনো কুলের সন্ধানী শীতের শেয়াল।
ক্যা হুয়া ; হুক্কা হুয়া –
নজরে আসে না, খেজুর রসের হাঁড়ি ;
আখের ক্ষেত ; টুনটুনির বাঁসা ; লক্ষ্মীপেঁচা!
দেখা যায় নাই ঝর্ণা কলম।
শোনা যায় নাই রেডিও ; বিবিধ ভারতীতে যাত্রা।
কলকাতার যাত্রা দলের বিজ্ঞাপন।
হারিয়ে গেছে বিনা দাশগুপ্ত, শেখর গাঙ্গুলী, রাখাল সিং,
শিবদাস মুখুজ্জে ; জ্যোৎস্না দত্ত দের সাথে ভৈরব বাবু।
হারিয়ে যেতে বসেছে ; পিঠে-পুলি, টুসু গান।
জারি সারি ; উঠোনের আলিম্পন ; এখান্ লক্ষ্মী পূজোর পেঁচা
সবই হারিয়ে যাবে ; উবে যায় নাই স্মৃতি।
শুধু রোমন্থন ; অতীত সবই অতীত।
এই অতীতগুলো কোনদিন কি ভবিষ্যৎ হয়ে বর্তমান হবে

বাঙালী নারী

শ্রেয়া দে
(প্রথম সেমেস্টার, এডুকেশন বিভাগ)

সাহসিনী আমরা বাংলার নারী
শিখে গেছি চালাতে বন্দুক আর গাড়ি
রান্নাঘরে থাকি আমরা যতটাই সচল
অস্ত্র হাতে থাকতে পারি সীমান্তে অবিচল
সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের সমান চলাচল।
কুসংস্কার থেকে হয়েছি মুক্ত –
অফিস, স্কুল, কলেজ সবেতে উপযুক্ত
তাল মিলিয়ে পারি সবার সাথে চলতে
গুছিয়ে পারি সমস্ত কথা কইতে –
পারবে না কেউ আমাদের অবলা বলতে।
সংসার আজ আমাদের স্বর্গরাজ্য –
পরিবারের কথা ভেবে করছি সব সহ্য
মা-এর ভূমিকাতে আজ উজ্জ্বল তারা
সন্তানের জন্য মন থাকে পাগল পারা,
মনের মাঝে থাকে সর্বদা
মায়া মমতায় ভরা
আমরা জগতের নারী।

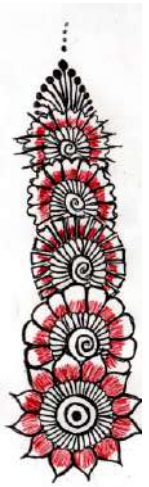

আমাদের কলেজ

মৃণাল মাঝি
(তৃতীয় সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ)

ভড়া নামটা হয়তো ছোট
কিন্তু গ্রামটা অনেক বড়ো ...
ওই খানেতে অনেক কিছু
আছে বড়ো বড়ো ...
তার মধ্যে এই ভড়া কলেজ
দেখতে অনেক বড়ো ...
ভড়া কলেজ – আমার কলেজ
নয়কো একার কলেজ ...
আমার কলেজ – তোমার কলেজ
বলবো সবার কলেজ ...
এমনিতে তো সবই ভালো
কিন্তু, ছাত্রছাত্রী যে কম ...
হোত যদি বাসের সুবিধা
তাহলে যে, কলেজ ভরে যেতো
আসতে যেতে অনেকটা পথ
তাই হয়তো ছাত্র ছাত্রী কম
কলেজ আছে কলেজ আছে
আছে ভড়া কলেজ
ঝুট নেই, ঝামেলা নেই,
নেই কোনো দ্বন্দ্ব ...
একবার যদি দেখো এসে
লাগবে ভালো মোর কলেজ -।

আশ্চর্য এক জাদুকাঠি

অনিমেষ পাল
(প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ)

গ্রামের শেষ প্রান্তে অবস্থিত উঁচু বাউন্ডারি ওয়ালে ঘেরা নীল সাদা প্রাচীন দোতলা বাড়িটার সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ভুবনডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়'। সামনেই একখানা লাল কাঁকুড়ে রাস্তা। রাস্তার অপর পাশে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান, অনেক দিনের পুরনো। ইদানিং এখানে গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা ইমিটেশন কসমেটিকস্ ও জেরক্স সেন্টার। চায়ের দোকানের পাশেই একটা বিশাল বটগাছ। বট গাছের ছাওয়ায় একটা চেয়ারে বসে অনির্বাণ। সামনে একটা ছোট্ট টেবিল। অনির্বাণ একবার কব্জি উল্টে হাত ঘড়িটা দেখে নেয়, দুপুর বারোটা। তখনো তার টেবিল ঘিরে ডজন খানেক মানুষের ভিড়। সে একটুও সময় নষ্ট করেনা। দ্রুত হাত চালায়। খচখচ শব্দে লিখে চলে পাতার পর পাতা। সারাদিনের এই সময়টুকুই অনির্বাণ থাকে প্রচন্ড ব্যস্ত। কোনো দিকে মনোযোগ দেবার বিন্দুমাত্র ফুরসত নেই তার।

এমন সময় বছর সত্তরের এক বৃদ্ধ টেবিলের সামনের ভিড় ঠেলে অনির্বাণের কাছে এগিয়ে আসে। ময়লা একখানা চটের ব্যাগ থেকে একগুচ্ছ কাগজ বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন- বাবা আমারটা যদি একটু ...

অনির্বাণ ঝাঁজিয়ে ওঠে - দেখছেন না কাজ করছি। আমি তো আর বসে নেই। এনারা আগে এসেছেন, এনাদের হোক তারপর আপনারটা দেখছি। আপনি অপেক্ষা করুন, বিরক্ত করবেন না।

ধমক খেয়ে বৃদ্ধ পুনরায় ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে। অপেক্ষা করতে থাকে। অনির্বাণ পুনরায় কাজে মন দেয়। দ্রুত তার কলম চলতে থাকে।

আজ থেকে বছর পাঁচেক আগের কথা, অনির্বাণ তখন সদ্য পড়াশোনা শেষ করে একটা কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। ক্রমান্বয়ে চাকরির পরীক্ষার ফরম পূরণ আর পরীক্ষা দেওয়া, পরীক্ষা দেওয়া আর ফর্ম পূরণ করেও কোন লাভ হচ্ছে না। বয়স বাড়ছে একটু একটু করে, সঙ্গে বাড়ছে মানসিক যন্ত্রণা। এমন সময় একদিন কি একটা কারণে অনির্বাণকে আসতে হয় পঞ্চায়েত অফিসে, কি কাজের জন্য যে আসতে হয় তা আর আজ ওর মনে পড়ে না।

অফিসে এসেই দেখে প্রচন্ড ভিড়। ঘন্টাখানেক অপেক্ষা না করে কাজ মিটবে বলে মনে হয় না। তাই একপ্রকার বিরক্ত হয়েই অফিস থেকে বের হয়ে আসে। এসে বসে এই বিশালাকার বট গাছের গোড়ায়, ইট সিমেন্টে বাঁধানো বেদীতে। ফিরতে দেরি হবে এটা বাড়িতে জানানোর জন্য অনির্বাণ সবেমাত্র পকেট থেকে মোবাইলটা বের করেছে। এমন সময় এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক অনির্বাণের কাছে এগিয়ে আসে, বলে বাবু আমার রেশন কার্ডের ফর্মটা একটু ফিলাপ করে দিবি ? মুখের রেখায় অনুযোগের ছাপ স্পষ্ট। অনির্বাণ না করতে পারে না। তাছাড়া ঘন্টা খানেক নিছক বসে থাকা ছাড়া তার হাতে কোন কাজও নেই। মাঝবয়সী ভদ্রলোকটির কাছে সমস্ত কাগজপত্র চেয়ে নিয়ে অনির্বাণ বলে আপনি একটু বসুন আমি করে দিচ্ছি।

ফর্ম ফিলাপ করতে অনির্বাণের বেশিক্ষণ লাগে না। মিনিট পাঁচেক পরেই অনির্বাণ বলে - নিন

আপনার ফর্ম পূরণ রেডি, এবার গিয়ে জমা দিন।

অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষটি একরাশ কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে, সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে অফিসের ভেতরে চলে যায়।

লোকটি চলে যাবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অফিসের ভেতর থেকে আরেকজন মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা অনির্বাণের কাছে এসে বলে-আমারটাও একটু ফিলাপ করে দে তো বাবা, বড় ঝামেলায় পড়ে গেছি।

এবার অনির্বাণ খানিকটা বিরক্ত হয়। মুখের রেখায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শান্ত সংযত হয়ে বলে

-আমার এখন সময় নেই মাসি। আমার নিজের কাজটাই যে এখনো হয়নি।

-কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার, করে দে না বাবা। এবার ভদ্রমহিলার মুখে অনুরোধের সুর ফুটে ওঠে।

অনির্বাণ কোন জবাব দেয় না। ভদ্রমহিলা পুনরায় বলে ওঠে

-তোকে দশটা টাকা দিচ্ছি বাবু ....

এবার অনির্বাণ অত্যন্ত বিরক্ত সহকারেই মাঝবয়সী মেয়েটির কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে তার ফর্মটা ফিলাপ করে দেয়। মাঝবয়সী মেয়েটি তার পরনের আধময়লা কাপড়ের খুঁটের বাঁধন খুলে একটা দশ টাকার অনির্বাণের দিকে এগিয়ে ধরে।

-লাগবে না মাসি ওটা রেখে দাও।

মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাকে বিদায় দিলেও অনির্বাণের মাথায় একটা সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। পরের দিন থেকেই সে অফিস টাইমে এই পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বটগাছের নিচে এসে বসে। এলাকার অশিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত মানুষদের অ্যাপ্লিকেশন লিখে দেয়, ফর্ম পূরণ করে দেয়। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে চেয়ে নেয় দশ বিশটা টাকা। এ তো আর ভিক্ষে চাওয়া নয়, এ তো তার পরিশ্রমের প্রাপ্তি।

এভাবেই অনির্বাণের পাঁচটা বছর কেটে যায়। বাড়ির চাষের কাজে সাহায্য করার পাশাপাশি ঘন্টা দুয়েক পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এসে বসে। ঘন্টা দুয়েকই নগদ দু-তিনশ টাকা রোজগার, মন্দ কি।

বিগত পাঁচটা বছরের মতোই আজও অনির্বাণ ঘন্টাখানেক আগেই এসে বসেছে। আজ ভিড় একটু বেশি, বিগত চার দিন অনির্বাণ এখানে এসে বসেনি, একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। তাই কাজ অনেকখানি জমেছে। অনির্বাণের হাত চলছে দ্রুত, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণেই মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে। সকাল থেকেই মেজাজটা বিগড়েছে।

শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেই অনির্বাণ মা'র মুখে শোনে বাবার শরীরটা বড্ড খারাপ। গত পরশু থেকে বুকের ব্যথাটা প্রচন্ড বেড়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি, ব্যথায় ছটফট করেছে। অনির্বাণ বিরক্ত হয়, বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই অসুখের খবর শুনতে কার ভালে লাগে ? অসুখে আর অভাবে জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে গেল। একরাশ বিরক্তি নিয়েই সে বাবার কাছে যায়। জিজ্ঞাসা করে

-এখন কেমন আছো বাবা, শরীরটা কি খুব খারাপ ?

অনির্বাণের বাবা রুগ্ন শরীরে বুকের বাম দিকটা চেপে ধরে অতি কষ্টে জবাব দেয়
-হ্যাঁ। তুই আজ আমায় একটু শহরের হাসপাতলে নিয়ে যেতে পারিস ?
অনির্বাণের স্পষ্ট জবাব-না, হবে না বাবা। চার দিন কাজে যায়নি অনেক কাজ জমে। হাতে একটুও সময় নেই।
এমন সময় দরজার পিছন থেকে মা বলে ওঠে
-তা থাকবে কেন ? আমাদের জন্য তোর কোনো সময় আছে ? মা'র কণ্ঠস্বরে শ্লেষ ঝরে পড়ে। অনির্বাণ পিছন ফিরে তাকায়, বলে এসব কি আজেবাজে বলছো মা ?
-ঠিকই বলছি। বৌমাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে চার চারটে দিন কাটিয়ে আসতে সময় থাকে, আর বুড়ো বাপকে নিয়ে একবার শহরে যেতে পারিস না! তখন তোর যত কাজ, তাই না ?
অনির্বাণ চিৎকার করে ওঠে - বাজে কথা বলোনা মা। শহরে এমনি এমনি ডাক্তার দেখানো যায় না, টাকা লাগে। টাকা কি গাছে ফলে, যে কাজে না গেলে আপনা আপনি উড়ে আসবে ?
বিরক্ত হয়ে অনির্বাণ পকেটে পেনটা গুঁজে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে। মনে মনে বলে একটা টাকা রোজগারের মুরোদ নেই শুধু খরচ আর খরচ। অসুখ আর অসুখ। জীবনটাকে একেবারে নরক বানিয়ে দিল।

সকালের এই বিশ্রী ঘটনাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে অনির্বাণ কাজে মনোযোগ দেয়। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তার টেবিলের ভিড় ফাঁকা হয়ে আসে। এবার অনির্বাণের নজর পড়ে সেই বছর সত্তরের বৃদ্ধ মানুষটির উপরে। পরনে তার নোংরা একখানা ধুতি, আর ছেঁড়াফাটা একটা ফতুয়া। মানুষটাকে দেখে তার অবস্থাখানা আন্দাজ করে নিতে অনির্বাণের দেরি হয় না। এমন নির্বিবাদী বৃদ্ধ মানুষটিকে কাজের চাপে অকারণে ধমক দেওয়ার জন্য অনির্বাণ অনুতপ্ত হয়। তাই কণ্ঠের কাঠিন্য ত্যাগ করে একটু কোমল সুরে বলে -এই যে, এবার আপনি আসুন। দেখি আপনার কি আছে।
বৃদ্ধ নড়বড় করতে করতে অনির্বাণের কাছে এগিয়ে আসে, সেই ময়লা চটের ব্যাগ থেকে একগুচ্ছ কাগজ বের করে অনির্বাণকে বলে - একটা বার্ধক্য ভাতা'র ফর্ম ...
অনির্বাণ কাগজপত্র ও ফর্মখানি হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখে জিজ্ঞাসা করেন
আপনার নাম কী ? মনোহর মন্ডল ?
-আজ্ঞে হাঁ।
-বাড়ি ?
-ধরিত্রীপুর।
-সে কি! সে তো অনেকটা দূর, আপনি একা এসেছেন! বাড়ির কাউকে সঙ্গে আনেননি কেন ?
-কাকে নিয়ে আসবো বলতো বাবা ? কেউ যে আসতে চায় না। ছেলেকে কতবার বললাম আমার সঙ্গে আসার জন্য, তা মুখের উপর জবাব দিল পারবে না। বলে তুমি যেতে পারো তো যাও, নইলে যেতে হবে না। আমার সময় নেই। তা থাকেন কেন ? বৃদ্ধ বিড়বিড় করে অনেক কথা বলে চলে।
অনির্বাণ পুনরায় প্রশ্ন করে - মাসে কত টাকা রোজগার করেন আপনি ? একটা ইনকাম সার্টিফিকেট লাগবে, অফিস থেকে নিয়ে নেবেন। বুঝেছেন ?

-রোজগার তো কিছুই করতে পারি না। তাইতো আজ এই দুর্দশা। ছেলে-বউ এর সংসারে আজ বোঝা হয়ে পড়েছি। দিনকাল বড় খারাপ বুঝলে বাবা, যাকে ছোট থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করলাম, একটু একটু করে বড় করলাম, কোন অভাব বুঝতে দিলাম না, লেখাপড়া শেখালাম, তার কাছেই আজ পর হয়ে গেলাম; বোঝা হয়ে গেলাম! বুঝলে বাবা আমার ছেলেটা একটা কুলাঙ্গার তৈরি হয়েছে, কুলাঙ্গার। বাপ মাকে সময় দেওয়ার সময় তার কই ? জানেন বাবু দুই বছর আগে ছেলের বিয়ে দিয়েছি তারপর থেকে তো ছেলে আমাদের এক্কেবারেই পর করে দিয়েছে। টাকা রোজগার করতে পারি না বলে ....

একনাগাড়ে এতগুলা কথা বলে সে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে। বুকের মধ্যে জমাট বাঁধা একরাশ কান্না যে তার কণ্ঠে পাকিয়ে ওঠে, তা অনির্বাণ বেশ বুঝতে পারে। তা সত্ত্বেও সেই বৃদ্ধ কান্নাজড়ানো স্বরে নির্দ্বিধায় অনির্বাণের সামনে অনেক কথা বলে চলে। যত বলে অনির্বাণের মুখের ছবিটা একটু একটু করে তত বদলে যায়। বুড়োর কথাগুলো যেন চাবুক হয়ে তার পিঠে এসে পড়ে। দু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে অনির্বাণের। চশমা খুলে পরিস্কার করে। অতি দ্রুত ফর্মটা ফিলাপ করে বলে

-এই নিন আপনার কমপ্লিট।

-তোমায় ক টাকা দিতে হবে বাবা ?

-টাকা আপনাকে দিতে হবে না। আমি আপনারটা এমনিই করে দিলাম।

-সে কেমন কথা, টাকা না নিয়েই ...

-বেশ টাকা যেদিন পাবেন সেদিন না হয় আমায় মিষ্টি খাইয়ে যাবেন।

-আজকালকার দিনে তোমার মত ছেলে হয় না বাবা। আশীর্বাদ করি অনেক বড় হও, মানুষের মত মানুষ হও। তোমার মা-বাবাকেও নমস্কার।

অনির্বাণকে আশীর্বাদ করে বুড়ো লাল কাঁকুড়ে রাস্তা পার হয়ে অফিসের ভেতর চলে যায়। অনির্বাণ প্রফুল্ল মনে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। সকালে তার বিগড়ে যাওয়া মেজাজটা এখন যেন কোন এক আশ্চর্য জাদুকাঠির স্পর্শে আশ্চর্য রকম ফুরফুরে হয়ে গেছে। মনের মধ্যে একটা কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছে, কাল সকালে যেভাবে হোক বাবাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাবে। নিয়ে যেতেই হবে।

বাঁচাও আমায়

বিজয় রুইদাস
(প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ)

আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছিল সন্দীপ। হঠাৎ আসিফের ঠেলা খেয়ে চমক ফিরল তার। প্রায় চার বছর পাঁচমাস পর সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাবে। খুন করতে গিয়ে ধরা পড়ে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে খুন করতে পারেনি। ধরা পড়ে যায় কিছু স্থানীয় লোকের হাতে। সেই থেকেই জেলে থাকতে হয় সন্দীপকে। তবে তার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করতে হলে প্রথম থেকে শুরু করা দরকার।

সন্দীপ সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে এক সাদামাটা ছেলে। গ্রাম তার মতিপুর। বাড়িতে বিধবা মা ও এক দিদি। বছর পনেরো বয়সে বাবাকে পথ দুর্ঘটনায় হারায়। মা অন্যের বাড়িতে কাজ নিতে বাধ্য হয়। পড়া শোনা ছাড়তে হয় দিদিকে। সংসারে অভাব তাদের বারমাসের। দিদি পড়াশুনা ছাড়লেও সন্দীপ স্কুল যায়! সামনেই তার মাধ্যমিক। সে মনে মনে ভাবে ভালো করে পড়াশুনা করে বাড়ির অভাব দূর করবে। খুব মনোযোগ দেয় পড়াশুনায়। দেখতে দেখতে পরীক্ষা উপস্থিত। প্রথম পরীক্ষা, খুশি মনে নিশ্চিন্তে মাকে প্রণাম করে বেড়িয়ে পড়ে দিদির সাথে। একটু হাঁটা পথ, তারপর বাসস্ট্যান্ড। যথারীতি তারা উপস্থিত, বাস আসে তারা চেপে পড়ে ভিড় বাসে। নেমে গিয়ে পৌঁছায় পরীক্ষার হলে। অপেক্ষা করতে থাকে তার দিদি রুপাঞ্জনা।

পরীক্ষা শেষে একই ভাবে বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় পরীক্ষার দিন একই ভাবে যাওয়া হল। ফেরার পথে জঙ্গলের গা ঘেঁষে যে রাস্তাটি মোড় নিয়েছে অশ্বত্থতলায়, সেখানে বাস আসতেই হল এক দুর্ঘটনা। বাস থেমে গেল, নেমে পড়তে হল। দুই ভাই বোনে ঠিক করল বনের ভেতর দিয়ে যে রাস্তাটা পাশের গ্রাম বালিচুয়াতে উঠেছে সেখান থেকে মিনিট সাতেক হাঁটা পথ। সবমিলিয়ে বাইশ পঁচিশ মিনিটে রাস্তা। বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায় কোনো ভাড়া লাগেনি তাদের। আজকের ভাড়ার টাকাটা বেঁচে গেল ভেবে মহা-ফুর্তিতে বনের পথ ধরলো।

কিছুটা পথ এগিয়ে হঠাৎ চমকে তারা। পিছনের ঝোপটা নড়ে উঠে আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দিদি বললো - "ও কিছু না চল, ঝোপে ঝাড়ে অনেক শেয়াল হুড়াল থাকে। তারাই হয়তো আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছে"। ভয়াতুর কম্পমান বুকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে তারা এগিয়ে গেল। রুপাঞ্জনা বুঝতে পারে কোনো ধূর্তলোক তাদের পিছু নিয়েছে। কিন্তু ভাইকে সে বিন্দু মাত্র বুঝতে দেয়নি, "চল তাড়াতাড়ি পা চালা সন্ধ্যা হয়ে এল যে"!

– "যাচ্ছিতো, আর কত জোরে হাঁটবো ? কেমন যেন ভয় ভয় করছেরে দিদি"

– "কিসের ভয়রে ছোট ? আমি আছি তো, আর একটু রাস্তা সামনেই তো বালিচুয়ার বল খেলার মাঠ, তারপর তো ঘর দেখা যাচ্ছে"!

এই বলতে বলতে যেই কিছুটা রাস্তা এগিয়েছে অমনি পিছন থেকে ফিসফিস শব্দ কানে আসে তাদের। ভয়ে গা শিউরে উঠে। সূর্য প্রায় ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে। অস্ত যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই, বনের গাছপালায় সূর্যের আলো সবটুকু বিস্তার লাভ করতে পারে না। তাই বনের মধ্যে আলতো অন্ধকারভাব থেকেই থাকে। জোরে জোরে হাঁটতে থাকে দুটি সরল প্রাণের চারটি পা। ঝোপের পাশে

শব্দটিও তাদের অনুসরণ করে চলে।

ঝোপ ক্রমশ নড়ছে ও থামছে। রুপাঞ্জনা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করে খরস্রোতা হয়, নদীর মতোই খরবেগে চলে। মাঝে মাঝে ভাইকে তাড়া দেয়। সন্দীপ যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, মাধ্যমিক দিচ্ছে। সেও বুঝে কিন্তু এখন তারা নিরুপায়। বলহীন বন্য হরিণীর মতো। খানিক পথ পার হলেই জঙ্গলের রাস্তা সমাপ্ত হবে এমন অবস্থায় দুপাশের গুল্মঝোপগুলির সরসর করে নড়ে উঠে। এবারের চমকটা একটু বেশি। পিছন ফিরে তাকায় দুভাইবোনে। পিছনে কেউ নেই, আসপাশের গাছের দিকে তাকিয়ে দেখে কেউ নেই। সন্দীপ বলে, "কেরে ? কে ওখানে ?" হঠাৎ সামনে চেয়ে তারা থরথর কাঁপতে লাগে। চারপাঁচজন মধ্যবয়সী পুরুষ। চোখ লাল, মুখ লালসায় পরিপূর্ণ আর বিকট ভঙ্গীতে হাসি, তারা যেন মহৎ কিছু জয় করে নিয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা নেশা করেছে।

"কী চাই ? রাস্তা ছেড়ে সরে যাও বলছি" ভয়কম্প বুকে রুপাঞ্জনা প্রশ্ন করে।

"ভালোই ভালোই বলছি চলে যাও"

"দেখো আমার ভাই এর পরীক্ষা ছিল, সেই সকাল থেকে বাড়ির মুখ দেখিনি। তোমরা এখন পিছু লেগোনা"।

হাসতে তারা একে অপরের দিকে তাকায়, ঠোঁট কামড়াতে থাকে। কারোর আবার মাটিতে পা দাড়াতেই চায় না। ওই নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় এক ব্যক্তি বলে

"ছেড়েতো দুবোই মামনি, আটকিয়ে লাভ কী বল"

"তার আগে আমাদের কিছু দিয়ে যাও বাবু"

"কী চাই তোমাদের ? দেখো আমরা খুব গরীব, আমাদের টাকা পয়সা কিছু নাই, ছেড়ে দাও বলছি"।

টাকা পয়সা কী হবে সুন্দরী, আমাদের তো আরো বেশি কিছু চাই"।

তোমাদের আমি চিনি কিন্তু, ওই রানিপুরের নিচুপাড়ায় তোমাদের ঘর, আমরা কিন্তু লোক নিয়ে আসবো..."

"তাহলে তো আরো ভালো আমরা আপনা লোক ভয় কিসে ?"

তাদের অভিসন্ধি উপলব্ধি করতে আর অপেক্ষা রাখেনা। বুকে একরাশ নৈরাশ্য, ভয় নিয় মুখে সাহস যোগানোর চেষ্টা করে দুজনেই। উপায় নেই ভয়ে কেঁদে ফেলে সন্দীপ। পায়ে পড়ে। কোনো উপায় নেই। অবশেষে রুপাঞ্জনাও বহু কাকুতিমিনতি করে, পায়ে ধরে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে পাঁচ অভুক্ত বাঘ সামনে খাবার পেয়ে ঠিক যেমন আচরণ করে, ভাদ্র মাসের কামোন্মত কুকুর মেদি কুকুর পেলে যেমন লালসায় উজ্জ্বল হয়ে যায় তেমনই এই পাঁচ জন।

দুজনে যেই পাশের বড়ো গাছের ফাঁক দিয়ে ছুটে পালাবার চেষ্টা করে তখনই পিছন থেকে একটা লাঠির বাড়ি এসে পড়ে সন্দীপের মাথায়। সাথে সাথে জ্ঞানশূন্য। সবাই মিলে জাপটে ধরে রুপাঞ্জনাকে। ছটফট করতে থাকে সে। চোখ দিয়ে জড় গড়িয়ে পড়ে। "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, যেতে দাও, বাঁচাও আমায়" রব তুলে চিৎকার করে উঠে। কোনো শালার দেখা মেলে না। কেউ নেই কোথাও নেই। টুকাট জামার নিজের অংশ খুলে ছুড়ে ফেলে, পশুর মতো তারা একের পর এক কামসুখ উপভোগ করতে থাকে। পাঁচজন বারবার লালসা নিবৃত্ত করতে থাকে। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায়

অবলা নারীটি সহ্য করেছিল, তারপর তার হাত পা অবশ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপরেও রেহায় পায়নি সে। যতক্ষণ নেশাখোর জানোয়ারগুলির শরীরের উত্তপ্ততা কমেছে, ততক্ষণ তারা রেপ করেছে। তারপর যে যার দিকে কেটে পড়ে।

রাতের অন্ধকার নেমে আসে চারদিকে। প্রহরের ঘন্টার মতো শেয়ালের দল ডেকে উঠে। হঠাৎ উঠে বসে সন্দীপ। মাথা তার ভার হয়ে আছে, কানের পাশ দিয়ে রক্তস্থূল হয়ে উঠেছে। পাগলের মতো খুঁজতে থাকে দিদিকে। ডাকতে থাকে চারদিকে। পিছনের আটাঙ্গী ঝোপের পাশে নগ্ন অবস্থায় দিদিকে পড়ে থাকতে দেখে হাওমাও করে কেঁদে ফেলে, চিৎকার করে লোক ডাকে কারোর সাড়া পায় না। নিজেই দিদিকে উঠ করিয়ে বসায়, শাল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসায়। পড়ে থাকা ব্যাগ থেকে জলের বোতল নিয়ে এসে জল দেয় দিদির মুখে। লজ্জার মাথা খেয়ে দিদির জামার নিচের অংশটি কুড়িয়ে এনে দেয়, পরিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দিদির ভার অর্ধেক গ্রহণ করে ধরে ধরে তারা বাড়ি ফিরে। রাতের অন্ধকারে কেউ সত্য জানতে পারলো না। জানলো কেবল অভাগী মা।

দুজনে স্নান খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে, মায়ের পাশে দিদি। ভাই নিচের মেঝেতে। কারোর মুখে কোনো কথা নেই কেমন অশ্রুমগ্ন চোখ অনবরত ভাবে তার প্রবাহকে গতি দান করছে। কাঁদতে কাঁদতে সন্দীপ ঘুমিয়ে পড়ে।

মা বাইরের গোয়ালে গিয়েছিল গোরুকে ছানি - খোল দিতে। সন্ধ্যায় খাবার দিতে ভুলে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে নিচুঘরের কাঠের সাঙ্গায় নতুন পরিহিত জামার ওড়না দিয়ে ঝুলে পড়ে। সুন্দর চেহারার দেহটি ক্রমে শীতল হয়ে যায়। অবশ হয়ে যায়। হয়তো এটাই তার মুক্তি, এতেই তার মানসিক শান্তি! অধিকাংশ নির্যাতিত মহিলার এটাই একটা উপায় যাতে তারা সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। তারা সত্যই কী অবলা ? প্রতিবাদের ভাষা কী কেমন সাহসীদের ? যে সাহস কী পুরুষেরই আছে ?

সেও পারত নিজের প্রতি হওয়া অন্যায়-এর প্রতিবাদ করতে। কিন্তু দূষিত সমাজও কাপুরুষদের সাথে জীবনসংগ্রামে হেরে গিয়ে সে খুঁজে নিল শান্তির আশ্রয়।

সারাদিনের ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যায় সন্দীপ। চারদিকের চেঁচামেচি ও কান্নার শব্দে চমকে উঠে দেখে দিদির দেহ ঝুলছে। মা দিদিকে বাক্স থেকে নতুন জামাটি দিয়েছিল বলে তার একটু অভিমান হয়, আবার অনেক কথা ভাবতে ভাবতে তার ঘুম যে কালঘুম হয়ে উঠব তা কে জানত ? বহু ব্যথা নিয়ে দিদিকে বিদায় দিতে হয়। সৎ কার্য করতে হয়। আত্মীয় তাদের বিশেষ কেউ নেই। পাড়ার ষোলো আনাকে আসল ঘটনা জানায়নি, এমনকি কাউকেই বলেনি এ কলঙ্কের বার্তা। সবথেকে যায় গোপনে। পরীক্ষা আর দেওয়া হলো না। দিদির জীবনের অগ্নি পরীক্ষায় ভাইও জ্বলে, পুড়ে শিক্ষা নিয়ে নেয়, বাস্তব সমাজের শিক্ষালাভ করে।

মাস খানেক সন্দীপ চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে সেই পাঁচ ব্যক্তিকে খুঁজে পায় নি।

আজ রবিবার আনমনা হয়ে ঘুরতে থাকে সে। সেই বনের ধারেই একটি বড়ো বট গাছের আড়ালে সেই পাঁচ ধূর্তকে দেখা যায়। এতদিন তারা গা ঢাকা দিয়েছিল। আজ পেয়েছে সুযোগ। অনেকদিন যাবৎ সন্দীপ একা, সঙ্গী বলতে একটি ধারালো ছুরি, এক প্যাকেট ছোট বিড়ি ও আগুন। ঘরে থাকে

না বেশি। উড়ে বেড়ায় যেদিকে তার দুচোখ যায়। মাও প্রায় উন্মাদিনী হয়েছে। তাদের একসাথে দেখে সন্দীপের চোখের জল আগুনে পরিণত হয়। ছুটে গিয়ে ছুরিখানি সেই দলের সর্দারের পিঠে বসিয়ে দেয়, বের করে আবার ঢুকিয়ে দেয়। দু-তিন জন ছুটে পালায়। আর একজন এতটাই নেশা করেছে যে ছুটতে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে বারবার। ছুটে গিয়ে তার পেটে একটা খোঁচা মারতেই পিছন থেকে কে যেন তার মাথায় জোরে ইট ছুড়ে মারে। আর খুন করার সামর্থ বেঁচে ছিল না তার শরীরে।

সন্দীপকে মারতে মারতে সেই যে থানায় এনেছিল, আজ তার শেষ দিন। জেলে তার ভালো ব্যবহার ও আচরণ দেখে সাত মাসের সাজা কম হয়েছে। আধো খুনের দায়ে জেল খাটে। কোনো প্রমাণ ছিলনা বলে সে তার দিদির অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারে নি, তাই নিজের হাতে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়। আসলে নিজের জীবনের কাছেই ব্যর্থ। চার বছর পাঁচ মাসের মধ্যে সে একজনকেই নিজের ভেবেছি, আসিফকে। একই সেলে কেসেও কিছুটা উগ্রতা শিখে নিয়েছে, আসিফের বহু বছরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ছোট্ট সন্দীপ প্রায় কুড়ি বছরের যুবকে পরিণত হয়েছে। প্রতিবাদের কৌশল শিখে নিয়েছে। প্রতিশোধের সঠিক পথ জেনে নিয়েছে! এবার তার নিশানা বিফল হবে না, এই রকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাইরে যায় সন্দীপ। বিকালের দিকে ছাড়া পেয়ে জঙ্গলে সন্ধ্যেটা কাটায়। লক্ষ্য করে সেই মাতাল, অসভ্য, নির্দয় লোকগুলিকে। চুপি চুপি তাদের ঘর দেখে আসে। জেলে পাওয়া কাজের পারিশ্রমিকটুকু লুকিয়ে নিজের ঘরের জানালা দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আসে মায়ের জন্য। নিজের ঘরে পর্যন্ত প্রবেশ করেনি। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে মধ্যরাতে এক এক করে সবার বাড়ি ঢুকে। পরদিন সকালে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এই ভয়ঙ্কর হত্যার খবর। সব লাশের পাশে একই হাতের লেখায় পাওয়া নোট "ছেড়ে দাও, যেতে দাও, দয়া করো! বাঁচাও আমায়"!

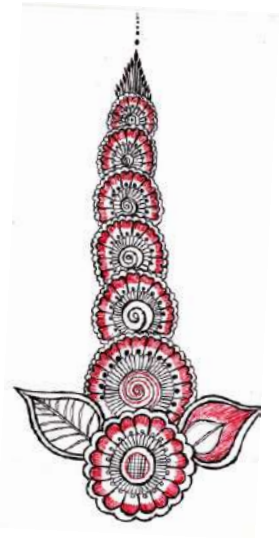

"যোশীমঠ বিপর্যয়" – ভৌগোলিক অনুসন্ধান

ডঃ মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
(বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল বিভাগ)

প্রকৃতির রুদ্ররোষের শিকার উত্তরাখন্ডের চামোলি জেলার পাহাড়ী জনপদ 'যোশীমঠ'। গঙ্গার দুই উপনদী ধৌলিগঙ্গা ও ঋষিগঙ্গার মধ্যবর্তী জলবিভাজিকায় শৈল্যশিরার ন্যায় ইহা বিরাজমান, ইহার সাম্প্রতিক অস্তিত্ব-বিপর্যয়ের মূলে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারন বিদ্যমান। প্রাকৃতিক কারনগুলি মানব সমাজকে এক ভয়ংকর প্রশ্নের মুখোমুখি আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। প্রযুক্তির বলে বলীয়ান সভ্য সমাজের উন্নয়ন লিপ্সাই প্রধানত দায়ী বলিয়া মনে করেন পরিবেশবিদগন।

ভূ-তাত্ত্বিকভাবে (geologically) যোশীমঠ পাহাড়ের তীব্র খাড়া উত্তল ঢালে অবস্থিত।

অন্যদিকে ভূ কম্পিয় অঞ্চলের (Seismic region) শ্রেণীবিভাগের নিরিখে ইহার অবস্থান তীব্র থেকে অতিতীব্র সিসমিক ঝুঁকি প্রবন zone -এ (Seismic zone-5)। ভূমিকম্পের প্রাকৃতিক কারন গুলির মধ্যে পাতসংস্থান তত্ত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মতবাদ অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে কতগুলি মহাদেশীয় (উদাহরণস্বরূপ - ভারতীয় পাত) ও মহাসাগরীয় (উদা: স্বরুপ- প্রশান্ত মহাসাগরীয়) পাতে বিভক্ত। এই পাতগুলি সতত সঞ্চরণশীল। পাতগুলির এই চলমানতা প্রধানত ত্রিমুখী: অভিসারী চলমানতা (Convergent) অপসারী (Divergent) ও নিরপেক্ষ।

অপসারীর ক্ষেত্রে দুটি পাত বিপরীত অভিমুখে চালিত হয়, নিরপক্ষ পাতসিমানায় দুটি পাত পাশাপাশি চলমান। কিন্তু অভিসারী পাত সিমানায় দুটি পাত পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে সংস্পর্শে লিপ্ত হয়, যোশীমঠের ক্ষেত্রে ভারতীয় ও সাইবেরীয় পাত পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়, এবং এক্ষেত্রে ভারতীয় পাতের উত্তর মুখী অভিযানের ফলস্বরূপ সীমাহীন Stress ও চাপের

(pressure) এর সৃষ্টির ফলেই ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। (Isostotic disbalance)

অভিসারী পাতসিমানর নীচে Main Central thrust / Himalayan Frontal Thrust Zone -এর অবস্থান। ইহা একটি বৃহৎ ফাটল অঞ্চল। এই অঞ্চল থেকে ভূ-অভ্যন্তরের ম্যাগমা, উত্তপ্ত শিলাখন্ড সাইবেরীয় পাত থেকে ভারতীয় পাতের উপরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অভিসারী ও অপসারী দুই পাতসীমানার চলমানতাই যোশীমঠের বিপর্যয়ের জন্য সমানভাবে দায়ী।

গঠনগতভাবে (structurally) যোশীমঠ একটি সুস্থির ভূমিভাগ নহে। পার্বত্য অঞ্চলের তীব্র খাড়াঢালে আবহবিকার, পুঞ্জিতক্ষয়, Sheet Rill Gulley ক্ষয় এমনকি হিমবাহ ক্ষয়কার্যের নমুনাও প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান। ছোট ছোট নদী (Rill Gulley) বর্তমান পার্বত্য অঞ্চলে নিম্নক্ষয় (underculting) করিয়া অঞ্চলটিকে দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে আবার আবহবিকার ও পুঞ্জিত ক্ষয়ের দ্বারা সৃষ্ট ঐ আলগা চূর্ণবিচূর্ণ শিলা খন্ড ও হিমবাহ ক্ষয়জনিত Boulder দ্বারাই যোশীমঠের ভূমিভাগের অধিকাংশ অঞ্চল সৃষ্ট। তাই গঠনগত ভাবে এই অংশটি less cohesive, দুর্বল, ক্ষয়প্রবন দূর্যোগপূর্ণ হিসাবেই বর্তমান।

প্রাকৃতিক কারন ব্যতীত মনুষ্যজনিত কারনও সমানভাবে দায়ী। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় কার্যাবলী প্রাকৃতিক কারনগুলিকে আরোও সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এস্থানে চামোলি-তপোবন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য নির্মিত বৃহৎ (Tunnel) সুরঙ্গ ভূপৃষ্ঠের উপরিস্তরকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। এই সুড়ঙ্গ মারফৎ ভূপৃষ্ঠের ওপর পতিত বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়ায় (Infiltration) ভূ-অভ্যন্তরের মৃত্তিকা-ছিদ্র (soil-void) গুলিকে জলপূর্ণ করে। ইহার ফলে এই স্তরগুলি ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকল্প ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের ওপরিভাগও পর্যটন শিল্পের জন্য নির্মিত বহুতল

হোটেল কংক্রীটের জঙ্গল Trekking কার্যকলাপ জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ, প্রচুর যানবাহনের আধিক্যের ফলে অধিক দৃঢ় সংবর্দ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। একই সাথে পরিকল্পনাহীন, অবিবেচনাপ্রসূত নগর সম্প্রসারনের জন্য নগরের পয়ঃপ্রণালী (drainage & sewerage) একেবারে পঙ্গু হইতেছে। এমতাবস্থায় ভূগর্ভের (sub-surface layer) স্তরগুলি প্রতিনিয়ত দুর্বল হইয়া পড়ায় ভূপৃষ্ঠের ছাদ একদিন কালের নিয়মে ধ্বসিয়া পড়িবে – ইহা প্রকৃতি হইতে অভিপ্রেত – বৈজ্ঞানিকভাবেও অবশ্যম্ভাবী।

যোশীমঠের এই ভূমিধ্বসের (Subsidence) প্রথম লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় 1976 সালের M.C. Mishra Committee দ্বারাকৃত প্রতিবেদনে। পরবর্তীকালে 2010 সালে দুইজন গবেষক (Garhwal University & Disaster Mitigation Management Centre) এই অঞ্চলে ভূপ্রকৃতি ও পয়ঃপ্রণালীকে দায়ী মনে করিলেও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দায়বদ্ধতাকেও অস্বীকার করেননি। ইহার ফল 2020 সালের February হইতে বৃহৎ ফাটলের শুরু, ওই বৎসরের বর্ষাকালে অনভিপ্রেত Flash Flood ইহার অস্তিত্বকে আরো একধাপ টলাইয়া দিয়াছে – ইহার পর ২০২২ এর ডিসেম্বর হইতে আবার অগ্রগতি শুরু – আসন্ন বর্ষাঋতু জানিনা কী ভয়ংকর বিভীষিকাময় ইতিহাস লিখিতে চলিয়াছে।

এই দুর্যোগ কোনভাবেই যেন ভয়ংকর বিপর্যয়ে পরিণত না হইতে পারে ইহার প্রতিবিধানে প্রাথমিকভাবে দুর্যোগপ্রবন এলাকা হইতে মনুষ্য জনপদকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা এবং দীর্ঘকালীন (Long run) প্রতিবিধান হিসাবে ভূ-তাত্ত্বিকগন, প্রযুক্তিবিদ নগর বাস্তুকার এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদগনের একত্রে গোলটেবিল বৈঠকে সহাবস্থান দরকার – না হইলে শেষের সেদিন সত্যি ভয়ংকর হইবে।

"শ্রীগুরু চরণে"

বলাই চন্দ্র গরাই
(সদস্য, ভড়া কলেজ পরিচালন সমিতি)

শুভারম্ভ নতুন একটি ইংরেজি বর্ষের (২০২৩ খ্রীস্টাব্দ), সাথে 'নবাঙ্কুর'-এর আরও একটি নতুন প্রকাশ। এইতো সেদিন পথচলা শুরু আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা 'নবাঙ্কুর'- এর। দেখতে দেখতে আজ তার আরও একটি নতুন সংখ্যা প্রকাশের অপেক্ষায়।

মহাবিদ্যালয় যাঁর নামে নামাঙ্কিত সেই পরমজ্যোতি, দিব্যপুরুষ শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবার অপার কৃপা, মহিমা এবং মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনের ঘটনাক্রম ইত্যাদি প্রসঙ্গ এই 'নবাঙ্কুর' পত্রিকা সহ মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্ত করেছি। তাঁর আশীর্বাদ আমাদের উপর আজও বর্ষিত হচ্ছে। তিনিই আমাদের পথ প্রদর্শক।

আমরা দেখি নদীর এই পাড় থেকে ওই পাড়ে যাওয়ার জন্য একজন দিক নির্দেশ করে গেছেন, আর একজন মাঝি সেই পথ ধরে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি এই জীবন সমুদ্রে শ্রীশ্রী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজীর পথ নির্দেশিকা অনুযায়ী, বর্তমান নিম্বার্ক কুলতিলক পরম পূজ্য শ্রী গুরুদেব, ব্রজবিদেহী চতুঃসম্প্রদায়ের শ্রীমন্ত শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ এই জীবন রূপ তরীকে এপাড় থেকে ওই পাড়ে পৌঁছে দিচ্ছেন।

বটবৃক্ষের ছায়ায় ক্লান্ত পথিক যেমন নিশ্চিন্তে আশ্রয় নেয়, আমাদের মত কলি হত জীবেরাও আজ তাঁর চরণে আশ্রিত। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যেকোন রকম উন্নয়নমূলক কাজে, বিশেষ করে মহাবিদ্যালয়-এর কাজ শুরু করলে, জানিনা কিভাবে; নিশ্চয়ই তাঁর অপার সেই কাজ সফল হবেই। 'ভড়া' -এর মত জঙ্গল ঘেরা একটি প্রত্যন্ত গ্রামে এত কম সময়ের মধ্যেও মাত্র কয়েক বছরে এই মহাবিদ্যালয়ের যতটা অগ্রগতি হয়েছে, তা আমার শ্রী গুরুদেবের আশীর্বাদের ফসল। এই মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে শ্রী গুরুদেবের ভূমিকা যে কতখানি তা এই স্বল্প পরিসরে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। শ্রীশ্রী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজি মহারাজের স্বপ্নকে সার্থক রূপ দান করেছেন আমাদের শ্রী গুরুদেব শ্রীশ্রী রাসবিহারী দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ।

মহাবিদ্যালয় পরিদর্শন কালে অনন্ত শ্রীবিভূষিত, জ্ঞানসাগর শ্রী গুরুদেবের কিছু অমৃত কথা এখানে তুলে ধরছি। তাঁর মতে এই মহাবিদ্যালয় জ্ঞানের মন্দির, বিদ্যার মন্দির। শিক্ষার্থীদের এই মন্দির থেকে বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে অন্তরের অবিদ্যা, অজ্ঞানতা বিনাশের কথাই তিনি বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন "বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম এগুলি পশু থেকে মানুষকে আলাদা করে দিয়েছে ..... আমাদের সকলকে মনুষ্যত্বে উপনীত হতে হবে, মানবীয় দিব্যগুনকে আস্বাদন করতে হবে।"

শ্রী গুরুদেব প্রাথমিক জ্ঞান হিসাবে পিতা, মাতা, আচার্য অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষিকাদের এবং অতিথিদের দেবতা জ্ঞান করার কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, জ্ঞানকে পুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না সেই জ্ঞানকে ব্যবহারিক জগতে কাজে লাগাতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি তথা আমাদের সকলের প্রতি তিনি বলেছেন - "সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য এইগুলি হল মানব জীবনের মেরুদন্ড।" শ্রীশ্রী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবার যে স্বপ্ন অর্থাৎ সূর্যের মতো কীর্তিমান কীর্তিকে অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব যে আমাদেরই, সে কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

সবশেষে তিনি একটি আশা ব্যক্ত করেছিলেন-এই মহাবিদ্যালয়ে বছরে অন্তত একদিন 'নিম্বার্ক আলোচনা চক্র' -এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। কয়েক মাস আগেই আমাদের মহাবিদ্যালয়ে শ্রী গুরুদেবের ইচ্ছা অনুযায়ী ঐরকম একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই জন্য আমি মাননীয়া অধ্যক্ষা মহোদয়া এবং সহযোগী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে শ্রী গুরুদেবের কমল চরণে শত কোটি প্রণাম জানিয়ে এবং মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা 'নবাঙ্কুর'-এর সার্বিক সফলতা কামনা করে আমার লেখার এখানেই ছেদ টানছি।

আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঃ- বিবাহকেন্দ্রিক পনপ্রথা

পল্লবী দাস
(সমাজতত্ত্ব বিভাগ, স্টেট এডেড কলেজ টিচার)

"খাঁট দিলাম পালঙ্ক দিলাম,
সাত ভরি সোনা।
রাই বাঘিনী ননদি গো,
খোঁটা দিও না"।।

পদ্মিনী, চিত্রীনী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী – নারীর এই চার প্রকার মা, বোন, স্ত্রী, কন্যারুপে বিশ্বসংসারে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। নারী জাতিকে মারুপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সমাজস্বীকৃতভাবে বিবাহিত জীবন সম্পন্ন করতে হয়। পদ্মিনী, চিত্রীনী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী প্রতিটি নারীকে সংসার জীবনে পদার্পন করতে গেলে কিছু রীতিনীতি, আচার-আচরন, নিয়মকানুনের সম্মুখীন অবশ্যই হতে হয়। 'পনপ্রথা" ব্যবস্থা হল একটি অন্যতম এবং প্রধান সমস্যা।

মানব জগতে পনপ্রথার বিষয়টিকে নিয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, গীতিকার নানান দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। একটি মেয়ের পনপ্রথার পরিমানকে ভিত্তি করে তার শ্বশুরবাড়ি ও বাপের বাড়ির মানসিক, অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক আচার আচরনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পনপ্রথাকে কেন্দ্র করে দরিদ্র ও ধনী, শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের পরিবারের মধ্যে বধূহত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ, পুনঃবিবাহ, শিশুদের ওপর অত্যাচার সৃষ্টি হয়। এই পনপ্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে নগন্য ও নিম্নমুখী চক্ষুতে দেখা হয়।

পনপ্রথাকে অবলম্বন করে – নারী জাতির ও সেই নারীর শ্বশুর ও বাপের বাড়ির অপরাধমূলক আচরন সমাজ সম্মুখে ফুঁটে ওঠে। পনপ্রথায় বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয় নারীর জীবন জড়িত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি ধাপেই পনপ্রথা বিরাজমান। পনপ্রথাকে কেন্দ্র করে নানান বাধাবিঘ্ন, আচার-আচরন, রীতিনীতি স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়।

অতীতে ঃ- পনপ্রথা সম্পর্কিত যে ধারনা ছিল, তা এক নিষ্ঠুর প্রথা, এই নিষ্ঠুর বেড়াজালে কমবেশি সকলেরেই প্রায় অতিষ্ট, অতীতে Dowry System সম্পর্কে ঘোর সংস্কৃতির প্রচলন ছিল। সেখানে কুফল ও সুফল উভয়েই স্থান পেত। অতীতে পারিবারিক ব্যবস্থা নিম্নমুখী ছিল কারন অর্থনৈতিক বিলাসিতা সেখানে স্থান পেত না। প্রচুর পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতে হতো। কোনো পরিবারে কন্যাসন্তান বেশি সংখ্যায় জন্মগ্রহন করলে মহা সংকট তথা দারিদ্রতার কারন হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এক্ষেত্রে শুধু বিবাহিত মহিলা নয়, অবিবাহিত মহিলাদের বিবাহিত হওয়ার পথেও বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখা যেতো। মহিলাদের Higher Education এবং উচ্চমানের প্রথা উচ্চ, মধ্য, ধনী, নিম্ন শ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উভয় পরিবারেই দুঃখজনক বিষয়বস্তু। এক্ষেত্রে পনপ্রথা রোধ করার প্রতিবাদের উপায় থাকতো না। প্রাচীনকালে নারী জাতির শিক্ষার হার পুরুষ সমাজের তুলনায় কম ছিল। মহিলাদের কর্মে অংশগ্রহন, উচ্চমানের কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার কোন পথ ছিল না। নারী ও পুরুষের পার্থক্য অধিক মাত্রায় বর্তমান ছিল। কন্যার বাপের বাড়ির উপহার, টাকা

পয়সা, দ্রব্যসামগ্রির ঘাটতিতে বধূহত্যা, পুনঃবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, এমনকি শিশুদের ওপর অত্যাচার হিংস্ররুপ নিতো।

বর্তমানে ঃ- বর্তমানে পনপ্রথার সম্ভার তেমনভাবে প্রতিস্ফুটিত হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পনপ্রথার নানান সমস্যার কথা মাথায় রেখে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের সরকার পনপ্রথা বিরোধী বিভিন্ন আইন প্রনয়ণ করেছেন। এই পনপ্রথা সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়মকানুন সরকার চালু করেছেন। তবে পুলিশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে পারতো না। শুধুমাত্র কোন অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

বর্তমানে বিবাহের আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট বছরের মধ্যে কোন বধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে পাত্রীপক্ষ ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী পুলিশের কাছে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ করতে পারেন এবং এই অভিযোগ প্রমানিত হলে অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে দরিদ্র পরিবারগুলোর থেকে শিক্ষিত ধনী বাড়ির মধ্যে এর পরিমান বেশিমাত্রায় বর্তমান।

ভবিষ্যতে ঃ- পনপ্রথায় কন্যাটির বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি উভয়-এর কুপ্রভাব ও সুপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের ব্যক্তিবর্গের কর্মক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে। যেমন - কোনো ব্যক্তি কোম্পানীতে যুক্ত থাকেন সেক্ষেত্রে ঐ কোম্পানীর সুনাম হানি হবে। কোনো ব্যক্তি সরকারী চাকুরীর সাথে যুক্ত হলে ভবিষ্যতে অন্ধকারচ্ছন্ন দিককে অনেকাংশ আহ্বান জানাবে। পনপ্রথা সম্বন্ধীয় নানান আইনকানুন পাশ হলেও, আরোও কিছু দন্ডনীয় শাস্তির প্রচলন হলে তবেই পনপ্রথা রোধ কিছুটা সম্ভব হবে।

অনেক সময় বিশ্বসংসারে অন্ধকারাচ্ছন্ন পনপ্রথার প্রভাবে ঘটে যাওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধ গুলো দৃষ্টিগোচর হয়না। তখন সেগুলো অপরাধমূলক ক্রিয়াকর্মের অর্ন্তভুক্ত হয় না। কিন্তু যদি তা শাস্তিযোগ্য বলে গন্য হয় তখন তা মারাত্মক শাস্তির রূপ নেয়। সমাজ সম্মুখে Crime বলে গন্য হয়। যার ফলস্বরুপ, সমাজে নানান বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যার সূত্র ধরেই – ঐ পরিবারটি অপরাধমূলক ক্রিয়াকর্মের কারণে আচার আচরন, মানসিকতা, মূল্যবোধ, শিক্ষা, সম্মান, পদমর্যাদার দিক থেকে নিম্নস্তরে অবস্থান করবে। এই কারনে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন লেখা সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যেমন – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিরুপমা এবং টিভি, সিনেমায় সত্য ঘটনা অবলম্বনে বিভিন্ন নাটক দেখতে পাওয়া যায়।

পনপ্রথাকে পুরুষতান্ত্রিকতার স্বীকার বলা হয়। কারন, বরপন দিয়েও শিক্ষিত, সুন্দরী মেয়েকে অপমানিত ও অত্যাচারীত হয়ে যেতে হয় প্রতিনিয়ত। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারন নয়, এর পিছনে অবশ্যই মানসিক অসুস্থতা, শারিরীক অসুস্থতার কারনেই উচ্চশিক্ষিত সম্পদশালী মানসম্মান খ্যাত পরিবারগুলিতেও পনপ্রথার মতো অপরাধমূলক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়াও পনপ্রথার পিছনে অন্যান্য কারন বর্তমান। এই কারনগুলো হল ঃ-

(১) অস্বাভাবিক মানসিকতা

(২) ধর্মের বর্হিভূত বিবাহ

(৩) জাতি ভেদাভেদ

(৪) প্রেম প্রনয় দ্বারা বিবাহ করলে পরিবারের সদস্যরা পন, দ্রব্য সামগ্রী না পাওয়ার ফলে।

(৫) অধিক সম্পত্তির অধিকারী একটি মেয়েকে বিবাহ করার ফলেও সম্মত্তির লোভে ঘটা অন্যায়, প্রভৃতি।।

তবে, সমাজে সব অপরাধমূলক ক্রিয়াক্রর্মই শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, কিছু অপরাধ শাসন করেই অপরাধীকে ছাড় দেওয়া হয়। তখন পনপ্রথা ব্যবস্থাটি সর্বক্ষেত্রে অপরাধ বলে গন্য হয় না। কিন্তু কিছু পিতামাতা কন্যার সুখের কথা মাথায় রেখেই ইচ্ছাকৃত ভাবে, স্বেচ্ছায় কন্যাকে সুখী থাকার কারনেই পন দিতে রাজি হন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কন্যার আত্মীয়রা পনপ্রথাকে অপরাধ বলে মেনে নিতে রাজি নন।

পনপ্রথার সুফল ও কুফল ঃ-

সুফল ঃ- (১) পনের মাধ্যমে অনেক সময় কুৎসিত ও অশিক্ষিত মেয়ের দ্রুত ও ভালোভাবে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(২) অনেক দরিদ্র বেকার ছেলে পনের সাহায্যে বিবাহের পর ব্যবসা করে সুখী পরিবার গঠন করতে পারে।

কুফল ঃ- (১) সম্পূর্ণ পন দিতে না পারায় অনেক গৃহবধূকে শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, মারধর খেতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বধূহত্যাও দেখা যায়।

(২) অনেক সময় কন্যাদায় গ্রস্থ দরিদ্র পিতারা পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি, পনের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে ধার করে ফেলেন যা পরবর্তীকালে ঐ পরিবারটি অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে।

তবে এতকিছুর পরেও পনপ্রথা টিকে থাকার দুটি কারন বর্তমান।

এগুলি হল ঃ- (১) বিবাহ ব্যবস্থার নিয়মকানুন ও বাধ্যবাধকতা এই প্রথাকে টিকিয়ে রেখেছে।

(২) অনেকের ধারনা বংশপরম্পরায় এই প্রথা চলে আসছে। তাই এই প্রথার উচ্ছেদ নীতি বিরুদ্ধ।

সর্বশেষ, একথা বলা যায় যে, কিছু কিছু পরিবারে আত্মীয় স্বজন এবং কন্যাসন্তানের পিতামাতা পনপ্রথাকে অপরাধের আওতায় রাখতে রাজি নন। কন্যাসন্তানটি পুত্র সন্তানের সমতুল্য। অর্থাৎ ছেলে মেয়ে উভয়ই সমান অধিকার যুক্ত। পিতামাতার কাছে সকল সন্তান সমমর্যাদা সম্পন্ন। তাই ইচ্ছাকৃত ভাবেই আনন্দের সহিত কন্যাকে লেখাপড়া, সুশ্রী হওয়াতে গৌরবান্বিত। তবে এতকিছুর পরেও কন্যার বিলাসবহুল জীবনযাত্রা বজায় রাখতেই পনপ্রথা ব্যবস্থাকে সমর্থন করে থাকেন।

– ০ –

সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি ব্যস্ততা

সত্যজিৎ রায় , একাউন্ট্যান্ট

আমি মনে করি ব্যস্ততা আমাদের জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। আমরা যারা বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত বা জড়িত তারা খুব ভালোভাবে ব্যস্ততা শব্দটির সাথে পরিচিত। আমরা মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত হই যখন ব্যস্ততার মাঝে থাকি। বেশিরভাগ মানুষই মনে করে ব্যস্ততা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। আসল ব্যাপারটা ভেবে দেখলে দেখবেন ব্যস্ততা অর্থাৎ ব্যস্ত থাকাটা আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাল্যকালে খেলাধুলার মধ্যে ব্যস্ত থাকা, ছাত্রাবস্থায় পড়াশোনার মধ্যে ব্যস্ত থাকা, পেশাগত জীবনে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা, আর অবসরকালে বিনোদন নিয়ে ব্যস্ত থাকা, প্রতিটা ব্যস্ততাই একজন আদর্শ মানুষের জীবনে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একজন মানুষ তখনই ব্যস্ত থাকে যখন সে সময়ের সঠিক ব্যবহার করে। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে নিয়মিত কিছু কাজ রয়েছে সেই কাজগুলো করতে গিয়েও ব্যস্ত হয়ে পড়ি। কেননা আমাদের সকলেরই সময়টা খুব সীমিত। আর সীমিত সময়ের মধ্যেই আমাদের সকল কাজগুলো আমাদের সামলে নিতে হয়। বিশেষ করে আমাদের মত অলস জাতির ব্যস্ততা নিয়ে তো বিস্তর অভিযোগ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখবেন, উন্নত দেশগুলোর মানুষেরা সব সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করে। তারা এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করে না। তারা সত্যিই মনে করে যে ব্যস্ত থাকাটা মানব জীবনেরই একটা প্রয়োজনীয় অংশ। মানুষ যত ব্যস্ত থাকবে তত ভালো থাকবে। মানব জীবনের সকল অপ্রয়োজনীয় দিকগুলো ব্যস্ততাই সরিয়ে দেয়। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে শেখায় প্রতিটি পদক্ষেপে।

তাই এখন থেকে ব্যস্ততাকে যদি আমরা আমাদের জীবনের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিতে পারি, তাহলে তাকে নিয়ে আমাদের আর কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। আমি মনে করি ব্যস্ত সময় পার করাটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। আর কেনই বা ব্যস্ততার প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনে আসুন কয়েকটা তার কারণ নিয়ে আলোচনা করিঃ-

১. আমরা যখন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকি তখন আজেবাজে চিন্তাগুলো অনেক দূরে থাকে।

২. জীবনের খারাপ লাগার কারণগুলো অনেকটা দূরে রাখা যায়।

৩. সময়ের সঠিক ব্যবহার করা যায়।

৪. বিভিন্ন বিষণ্ণতা থেকে মনকে অনেক দূরে রাখা যায়।

৫. আলসেমি বা অলসতা দূর করা যায়।

তাই ব্যস্ত থাকাটা আমাদের জীবনে খুবই প্রয়োজন, নিজেকে যথাসম্ভব বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করুন।

চলুন ব্যস্ততা নিয়ে বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষদের উক্তি আপনাদের কাছে শেয়ার করিঃ-

- বিশ্বের ধনীদের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকা একজন ব্যক্তি মাইক্রোসফট

কর্পোরেশনের কর্ণধার বিল গেটস। তিনি তার সফল জীবনের পিছনে নিজের ব্যস্ত রাখাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি করে। বলেছেন-"কোন মানুষ কখনোই ব্যস্ত হবে না যদি সে সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে জানে।" তার এই সুন্দর উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের জীবনে ব্যস্ত থাকাটা কতটা প্রয়োজন এবং ব্যস্ততা আমাদের সময়ের কতটা সদ্ব্যবহার করতে শেখায়।

• এরপর হেনরি ডেভিড থোরিও তিনি তার সুন্দর উক্তিতে বলেছেন-"সফলতা তাদের জীবনে আসবে যারা সফলতার পিছনে নিজেকে ব্যস্ত রাখে।"অর্থাৎ সফলতা পেতে গেলে সফলতার পিছনে আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হবে।

• ডেল কার্নেগী বলেছেন-"দুঃখে আছেন তাহলে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। কেননা এটাই সবচেয়ে সস্তার ওষুধ, যা আপনাকে পরিত্রান দিতে পারে।"অর্থাৎ তার এই সুন্দর উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি ব্যস্ততা আমাদের দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকার সবচেয়ে বড় ওষুধ। উপরে আলোচিত মানুষেরা জন্ম থেকে কিন্ত বিখ্যাত ছিল না। তারা বিখ্যাত হয়েছেন তাদের কর্মের মাধ্যমে। তাঁরা তাঁদের জীবনের জ্ঞান, শ্রম, অভিজ্ঞতার আলোকেই বিভিন্ন উক্তি দিয়ে থাকেন। যা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আমাদের জীবনটা খুব ছোট। আমরা নিজেরাও জানি না আসলে আমরা কিসের পেছনে ছুটছি। আমরা কী চাই, কিসে আমাদের আনন্দ, কিসে আমাদের দুঃখ। কখনো কখনো দুঃখবিলাসী হয়ে ওঠে আমাদের জীবন। সেই থেকে হতাশা। তাই কাজ তো করতেই হবে, কাজের পাশাপাশি একটু জিরিয়ে নিয়ে, নিজেকে সময় দিয়ে আবার না হয় কাজ করুন! নিজেকে ব্যস্ত রাখুন ভালো কাজের দিকে, নিজেকে ব্যস্ত রাখুন নিজের পরিবারের দিকে, নিজেকে ব্যস্ত রাখুন নিজের কর্মস্থলের দিকে, তাহলেই দেখবেন হতাশা টুপ করে আপনার কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। বিদেশে মানুষ ছুটির দিনটাকে উপভোগ করে ছুটির দিনের মতোই। আমি দেখেছি, ছুটি পেলেই তারা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে যায় সঞ্চিত যেটুকু অর্থ আছে তাই নিয়ে। ছুটি ভোগ করে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে আবার কাজে নেমে পড়ে। অথচ আমাদের দেশে ছুটি মানে ঘরে বসে থাকা, নারীরা ছুটিতে ঘরদোর পরিষ্কার করেন, বাচ্চাদের ছুটি মানে নতুন ক্লাসের বই তাকে ধরিয়ে দেওয়া, যাতে নতুন ক্লাসে উঠে অন্যদের চাইতে সে ভালো নম্বর পায় তা দেখে আত্মতৃপ্তি পাওয়া। অথচ আমরা যদি সঠিক সময়ে প্রত্যেক দিন অল্প করেও আমার ঘরটা পরিষ্কার করি, তাহলে নিজেকে ব্যস্ত রাখাও হবে আর সপ্তাহের শেষে ছুটিটাকেও উপভোগ করতে পারবেন। ছেলেটাকে ইঁদুর দৌড়ে না দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস সমান ভাবে শেখান তাহলেই দেখুন সে আপনা আপনিই সকলের নয়নের মনি হয়ে উঠবে। ব্যস্ততা থাকুক আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে ক্যারাম খেলার আনন্দে, ব্যস্ততা থাকুক বৃষ্টির দিনে ভুনা খিচুড়ির স্বাদে, তবেই এই জীবন হবে রঙীন পৃষ্ঠার মতো। যেখানে থাকবে নানান রং, স্বাদ ও গল্প। সবচেয়ে বড় কথা, ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত না হয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের কাজে আনুন গতি। দেখবেন, জীবননদী কিসুন্দর তার খেয়া পার করে দিচ্ছে। একজন শিল্পী যদি মনে করেন একটা বড় কাজ করে তিনি থেমে যাবেন তাহলে তার শিল্পকর্ম কোনদিনই বহুল জনপ্রচারিত হবে না। বড় কাজ শেষ করে সামান্য টুকু জিরিয়ে নিয়ে আবার

সংস্কৃত

।। ভজ গোবিন্দম্ ।।

জয়দেব মন্ডল
(প্রাক্তন ছাত্র, সংস্কৃত বিভাগ)

।। ভজ গোবিন্দম্ ।।
ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়
ইদং স্তোত্তম শঙ্করাচার্যঃ প্রণীতায়া –

আদি শঙ্করাচার্য সংস্কৃত সাহিত্যের একজন ভারত বিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক। ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈত বেদান্ত প্রবক্তা। তিনি জন্মগ্রহণ করেন কেরালা রাজ্যের ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র ৮ বছর বয়সে চার বেদ অধ্যায়ন করেন এবং সমস্ত শাস্ত্রাদি পাঠন ও অধ্যাবসায়ন করেন। তিনি অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে যান ও গৃহত্যাগ করেন। শ্রী শঙ্করাচার্য তার ধর্ম গ্রন্থ হল উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, ভাগবত গীতা, ভাষ্য ও টীকা এবং দেবদেবীর স্তব স্তুতি রচনা করেন। তার মধ্যে ভজ গোবিন্দের রচনা বৃত্তান্তটি তাৎপর্য হলো - আচার্য কাশীতে তীর্থযাত্রার সময় ভজ গোবিন্দম্ রচনা করেন। গঙ্গা তট হয়ে পদব্রজ করে গমন করছেন, সেই তটে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যাকরণের শিক্ষা কৌশল করছেন। আচার্য তা দেখে ব্যাথা পান এবং এই স্তোত্রটি রচনা করেন। এই বিশ্ব সংসারে জীবের জীবন বৃত্তান্তটি তুলে ধরেছেন তা হল।

আচার্যের মতে

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ'।

ব্রহ্ম একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবের জন্ম এবং মৃত্যু পুনরাবৃত্তি ঘটে এই জগৎ সংসারে। ব্রহ্ম সর্বদা নিত্য, স্থিতি ও অনাদি। জগৎ মায়ার দ্বারা স্রষ্টারুপ-'মায়ম্ ভু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ ভূ মহেশ্বরম্'। অর্থাৎ এই প্রকৃতি মায়া এবং মায়া উপহিত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হচ্ছেন মায়াবীণ। মায়ার প্রভাবে শুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্যেই শুদ্ধ আত্মার জীব রূপে প্রতীত হয়। আত্মা বৃত্তিজ্ঞানের জ্ঞাতা, সকল ক্রিয়ার কর্তা এবং কর্মফল ভোক্তা। জীবাত্মা ও দেহ সমাহারা, জীবের একটি স্থূল শরীর এবং অন্যটি সূক্ষ্ম শরীর। মৃত্যুতে জীবের স্থূল শরীর বিনষ্ট হয় এবং সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর আত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। মৃত্যুকালে জীবের কর্মানুসারে সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। স্থূল শরীর পরিত্যাগ করে অন্য এক স্থূল শরীরে সংশ্লিষ্ট হয়। জীবের কাল চক্র বৃত্তান্ত মার্গ দর্শন হলো।

আচার্য ভজ গোবিন্দের বলছেন -

"পুনরপি জননং পুনরপি মরণং,
পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।
ঈহ সংসারে বহু দুস্তারে
কৃপায় অপারে পাহি মুরারে"।।

অর্থাৎ- জগৎ সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ করা। বারংবার মৃত্যু হওয়া এবং প্রতিবার জন্মের পূর্বে মাতার জঠরে ভিতরে শায়িত থাকা। এ হলো জগৎ সংসারে অন্তীহন এক কালচক্র। হে ! ভব (ঈশ্বর) কান্ডারী কৃপা করে আমাকে এই সংসার রূপ ময়লা থেকে পুনরুদ্ধার করুন।

"বালস্তাবত ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণী সক্তঃ বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপীন সক্তঃ।।

অর্থাৎ-'বালস্তাবত' শিশু যখন শৈশব অবস্থায় হয় 'ক্রীড়াসক্তঃ' ক্রীড়াই সব কিছু একটি মাটির পুতুল খেলনাকে ঘিরে ওই জীবন হয়।

"তরুণস্তাবৎ তরুণী সক্তঃ' শিশু যথন তরুন ও যুবক হয়। প্রেম ভালোবাসা আর সংসার ও পরিবার সব হয়। তার পিছনে চলতে থাকে।

'বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ' তরুণ থেকে যখ বৃদ্ধ কাল আসে। যখন বৃদ্ধ হয় চিন্তা থেকে যায় কি হবে আমার জীবনে কি হবে, ছেলে, নাতি, বেটি, টাকা বাড়ি-গাড়ি কিছুই তো করতে পারলাম না এই চিন্তার মধ্যে থেকে যায়।

"পরমে ব্রহ্মণি কোপীন সক্তঃ।" পরম সত্য বিষয়ে পরমব্রহ্মকে উপলব্ধ করতে পারলো না সত্য কি সেটা বুঝতে পারলো না। তখন ফেরার পথে সময় থাকেনা। ভাবতে থাকে পরের জন্মে আরো কিছু করব এইভাবে ভ্রমণ করতে থাকে। যে এই বিষয়ের চিন্তন করে চক্রকে ভেদ করে বাইরে আসতে পারে। ওই আগে বাড়ে, জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। পরমপিতা পরমেশ্বর কী তা জানতে পারে।

গোবিন্দের চিত্তন করো গোবিন্দের নাম করো এবং কর্ম করো। হে মূঢ় ব্যক্তি গোবিন্দকে পরিপূর্ণভাবে শ্রদ্ধা করো সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করো তবেই জীব সত্যের সাথে সাক্ষাৎ ও মুক্তি হবে।

ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং
গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে।।

সাঁওতালি

ইসলামের দৃষ্টিতে

ইঞ্জি ইসলাম

প্রবন্ধসমূহ

১. ফারহাদ বিন- ইসলামপন্থীদের দাবিদাব
২. ইসলামের- প্রগ্রামপ্রি চারিত্র
৩. দেশের ০সেবা প্রসঙ্গে মাওলানা ইসমাইল- ইসলামোপ্রি চারিত্র
৪. সাতের প্রাইমে- ইসাদ ওয়াদাদেন
৫. দেশ-দেশে- মাহমুদের ওয়াদাদেন
৬. ইসলাম ধর্মপ্র.ও- ডিসেম্বারবাপ্র বাদাদেশ
৭. মা.গা-প্রসঙ্গে- ইসলামের বাদাদেশ

ওয়াদাদ চলমেন

১. ০সেনের ভোপ্রপ.ও- মাহমুদের ওয়াদাদেন

-: ହାଇକୁ :-

ରାଜକୁମାର ମୁର୍ମୁ
-Rajkumar murmu, SACT

୧. ଫାଗୁଣର ମାସ ହେଉ ପଛେ ଶୀତର ଅଳସ
ଝରାପତ୍ରର ଘରେସ ବସନ୍ତ ଆସ ।
ହସିଉଠେ ଦେ ଆସ ମାଟିରେ.ଗଛକୁ
ପିନ୍ଧିଲା ବିଭିନ୍ନ ଝରାପତ୍ରର ଅଳସ।।

୨. ପିନ୍ଧିଲାପରି ଝରାପତ୍ର ପୀତ.ଗାଢ଼ ଘରେ
ଫିଟିଲେ ସେ ପୀତାଭାର ପୀତାଭର ପୀତରେ।
ହିଁ ଫଳ ପୀତାଭାର ପୀତାଭାର ଆସ
ପୀତାଭାର ଝରାପତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଳସ।।

୩. ଘରେଘରେ ଝରେଘର ପୀତ ଘରେ ଦେ
ଝରେଘର ମାସ ଆସ ଝରାପ ଘରେଦେ।
ଫାଗୁଣ ବାଣେ ପିଅ'ଗେ ପଳାଶ ଦେ
ଝରାପତ୍ରରେ-ଆ ହିଁ ଫଳ ଆପେ।।

୪. ଝରାପତ୍ର ହିଁପିଁ ଝରେଗେଲା ମାଟିରେ
ଗେଲେଲେ ଆ.ଗେଁରେ ଝରିଯାଇ.ରେ ଫାଗୁଣରେ।
ଯାଇ.ଝରିଲା. ଯାଇଝରି ଝରାପତ୍ର ଆସିଲା
ପାଣିରେ ଆଇଆ ମାସ ଅ.ଆ'ଫଳ ପାଇପାଣେ।।

୫. ଝରାପତ୍ର ଗେଯାଇ.ଗେ ଫାଗୁଣ.ରେ ମାସ
ଝରାପତ୍ରରେ ଘରେ ଦେ ଦେଖାଗେଲା ମାସ।
ବିଭିନ୍ନ ଆସାପାଣ ଝରାପତ୍ର ଗେଲେଦେ
ଘରେଘରେ' ପାଣ.ଗେଁରେ ପାଣିରେ ପଲେଦାଣ।।

ଝରାପତ୍ର

Anjali Kisku
SACT
Dept. of Santali

ପାଗୁଣପରେଆସିଲା ପାଣିଆଣପରେ
ଅଗେ ଅଆପଗୁଡ଼ିରେ ଘରେଘରେ
ଠାରେରେ ଝରାଘରେ ଅଗେ ଅଆପଗୁ
ଠାରେରେ ବିଭିଘ.ନ ଝରାପତ୍ର-ମାରେ।

ଝରାପତ୍ର, ଆପଣେ ବଦେ.ଗ ପାଣିଘରେ
ଆପଣେ ଅଗେପ ଅଆପଣ,
ଆ.ଗେଣେ ଝରାପତ୍ରେ ବିଭିଆପାରେ ଘରେବିଭିଘରେ
ଆପଣେ ଅଗ ଘରାପଣ।

ପାଗେଗେଣ ଗୁଣପାଣ ଘରେବିଭିନ୍ନ ଘଣ୍ଟାପାଣ
ଆଣେ ଝରାପାରେ ଗୁଣିଘରେ,
ପ.ଣ.ଠ ଫଗୁଣପାଣ ପାଗେଣ.ଗ ଅ.ଗ.ଗ୍ରେଫ
ଠାପାଫଣ.ଗ ମଣାପଣାଣ ଝିଣିଘରେ।

ଝରାପତ୍ର, ଆପଫଣ ଫ୍ରିଣିଗ ବଣାଏ
ଆ.ଫ୍ରାପ ବିଗଣପ୍ରେ ପାଗପ୍ରେଣପାଣ ବଣାଏ,
ପାଣିଗ ବଣାପ୍ରେ ପାଣିପାଣ.ଫ ଫଣପ୍ରେ
ପାଣ.ଗ୍ରପ୍ର ମଗପ୍ରେପ ଝିଣିଘରେ।

ଆପଣେ ବଗିଣପ ବଗଣ.ଠାଣପ୍ରେ
ଫଗଣିଣପ ଆ.ପ୍ର ଝ୍ରାପଣ.ଝଣ.ଝଣ୍ଟ
ପଣ.ଗାପ୍ରଫ୍ର ଆ.ପ୍ର ପ୍ରଣ୍ଟାପ.ପ୍ରଣ୍ଟ
ଝଣ୍ଟାଫଣ ଆ.ପ୍ର ପଗ୍ରେପ୍ରେଗ୍ରେ ଫଗିପ୍ରଣ୍ଟ।

ବଣ୍ଟାଣ ପ୍ରିଣ ଆପଫ୍ର ଝରାପତ୍ର
ପଣ.ଗ୍ରପ୍ର ଝଣ୍ଟଫପ୍ର ଗ୍ରାପ୍ରେ ବଣାଏ,
ପଫ୍ରଣ ଫଣ୍ଟିଣପ ପ୍ରପ ଘରେଘରେ ବଣାଏ
ଅ୍ରେ ଘଣ୍ଟଣ ବିଗିଣପ୍ରେ ପଣ୍ଟେଣ ଘରେଘରେ ବଣାଏ।

ଝରାପତ୍ର, ଆପଫ୍ର ଘିଫ୍ରଣ୍ଟପ୍ର
ଝଣ୍ଟପ୍ରେ ଝରାପତ୍ର ଠାପ୍ରଣ୍ଟ ଠଣ୍ଟ
ଫଣ.ଗ୍ରଠାପ୍ରେ ପଣ୍ଟଗ୍ରିଣ୍ଟଣ ଝରାପତ୍ର ଗ୍ରାପଣ.ଣ
ପଣ୍ଟଘଣ୍ଟପ ଅ୍ରିଠ ପଣ୍ଟ-ଣ ଠଣ.ଗ୍ରିଣ୍ଟଣ।

ᱚᱞᱚᱪᱷᱟᱞᱟ ᱚᱞᱚᱢᱤᱫᱷᱟᱞᱤᱞᱤᱞᱤ

ৰাজনৰ্তকী

-Jayanta Hembrom

Sem.- 1

ৰাজনৰ্তকী কথা শুনিবলৈ আহিছে
এহেজাৰ বছৰৰ আগৰ
ৰাজনৰ্তকী কথা শুনিবলৈ আহিছে
এহেজাৰছয় বছৰ-বাদিয়ে।
আকৌ আমিয়ে এহেজাৰ বছৰৰ
আগৰ কথাখিনিও আজি আমি
চৰিছ আহিছে ৰাজ-নৰ্তকীৰ
ৰাজত্ব, মাচপ্ৰেম বুলি আমি।
ৰাজ-নৰ্তকী ভাৰতৰ ইতিহাসৰত
ভাৰতৰ বাদ্যৰ দেশ আছে,
আকৌ আমিয়ে ইতিহাসৰ কথাখিনি
গুচোৱা গুৰিলৈ।
বাদ্যৰ যন্ত্ৰিশিল্পৰে ইতিহাসে
শ্ৰীৰাম বাদ্যযন্ত্ৰৰ ৰাজত্ব,
বাদ্যৰ প্ৰচৰিশিল্পৰে ভাৰতৰ শ্ৰীৰামৰত
আকৌ বাদ্যযন্ত্ৰৰ ৰাজত্ব।
যত প্ৰচৰিশিল্পৰে গুচোৱা গুৰিলৈ
বাদ্য বা বাদ্য বত হেৰেপা বাদ্যযন্ত্ৰৰ,
গুৰিশিল্প বাদ্যযন্ত্ৰৰ গুচোৱা গুৰিলৈ বত
হেৰেৰিশি ভাৰতৰ শ্ৰীৰামৰ। বাদ্যযন্ত্ৰৰ।
বছৰ-বাদিয়ে আজিৰ আগৰ
ৰাজত্ব বত ইতিহাস হে,
বাজ-নৰ্তকী ভাৰ শ্ৰীৰ আৰু ভাৰতীয়
ইতিহাস শ্ৰীৰামৰ যুগ।

ইহেজাৰ ভৰিপ্ৰাণ

-Parimal Mandi (Ex. Student)

২ বাজনৰ গুৰুৰে বাজনৰ পিনিৰেণ্ট বাহিৰ ভৰ
ইহেজাৰ ভৰিপ্ৰাণ ভৰ অৰুণাচলৰ বাজনৰ?
পিনি-ৰেণ্ট ইচা ৰেচাচাৰ
ইচাবাৰ বাজনৰে মাহেৰে ৯২।
পিনি পিনিৰেৰ ভৰিৰে আৰু বাহিৰে আৰ
ৰেচাচাৰ পিনিৰেৰ আ আৰু বাহিৰে আৰ
২ বাজনৰ গুৰুৰে বাজনৰ পিনিৰেণ্ট বাহিৰ ভৰ
ইহেজাৰ ভৰিপ্ৰাণ ভৰ অৰুণাচলৰ বাজনৰ?
ভৰিইচা আচাৰ বাজ.ইবাৰ মাৰেৰে
চেহেৰেচেৰে মাচাৰ ভৰিপ্ৰাণ ইতি.ৰেণ.ৰ
আহেণ.ৰ ৰে-আৰে ইৰেইইনা!
২চাৰ ৰেৰেৰ ইৰাৰিৰাৰ চেৰেৰেৰে
ইচেৰ বাহেহআৰ ৰেৰেৰে ৰেৰেৰেৰে ৰেৰেৰে।
২ বাজনৰ গুৰুৰে বাজনৰ পিনিৰেণ্ট বাহিৰ ভৰ
ইহেজাৰ ভৰিপ্ৰাণ ভৰ অৰুণাচলৰ বাজনৰ?
আমাৰে মাৰে মাৰে আৰে আৰেৰে পেৰেৰ
আচেৰেৰ আচাৰিইনিৰ বাহিৰ গুৰুৰে।
মাচৰ চেৰেণ.আৰে ইচেৰে
ৰা'ৰেৰ ৰা.ৰেৰা ২ আৰেৰেৰ আৰ।
২ বাজনৰ গুৰুৰে বাজনৰ পিনিৰেণ্ট বাহিৰ ভৰ
ইহেজাৰ ভৰিপ্ৰাণ ভৰ অৰুণাচলৰ বাজনৰ?
ইনি.ৰে ভৰিপ্ৰাণ ৰাচাচা আ আৰেৰেৰ.
ভৰিপ্ৰাণ চৰ ৰা'আৰেৰে পেৰেৰ ইৰাআৰিচেৰ চেৰে।
ইহেচেৰে পেৰেৰ ইনি.ৰে ইহেজাৰ ভৰিপ্ৰাণ
ইৰেআৰেৰ ৩-আৰে'ৰে আচেৰে ৰিচেৰে চেৰে।
মাচৰে আৰেভৰ ইৰেৰ ইৰেজাৰ ৰাৰাচ পেৰেৰ
ভৰিপ্ৰাণ ৰেৰেৰেৰে ইৰে.ৰাৰেৰেৰে আৰেৰেৰাআৰেভ আৰ
-আৰেভৰিচেৰে চেৰে।
ৰাৰেভৰ চেৰেৰাচেৰে চেৰেৰে গুৰুৰে বাজনৰ
ইহেভেৰে পেৰেৰে ইহেজাৰ ভৰিপ্ৰাণ।
বাৰেভ. মাৰে.আৰে চচচাচ ৰাচেৰেৰ
চেৰাৰিআচৰ পেৰেৰে আ.ৰেৰে.ৰ।
আৰেৰে আৰেৰ ইৰে.ৰেৰ ইৰাআচে
ৰেৰাআৰ আৰেৰ চেৰেৰে চাচৰ।
ৰেৰাআ আৰেৰে ইৰাইচে ৰেৰেৰে আ.ৰেৰে.ৰ।
ইচেৰে বাজনৰে মাচৰাৰ চাচৰ
গুৰেৰেৰাআৰেভে আচেৰা আৰে?
২ বাজনৰ গুৰুৰে বাজনৰ ৰাৰেভৰ চেৰেৰাচেৰে চেৰেৰে
আৰেভ গুৰুৰেৰে পেৰেৰে ইৰে.ৰে ইহেজাৰ ভৰিপ্ৰাণ।

১৯৭১ ভয়ঙ্কর

-Sagar Mandi (Ex Student)

২৬২৯.৯ ৭৯৭৮৯৯ ৮৯৯০২ ০৯৫৯৭
৬৬১৮৯৯.৮২৮৯৭ ৯.৫৭২ ৬২১৯৯
২৭৬৮৯২৯.০ ৬৯০২ ৮৮ ৭৯৭ ৬৬১৮৯৯.৮২৮
৫২২৯৫ ০৯৭৯ ৫৯৯৯৫ ৯১৯৯।
২৯৮৯৯ ৭৯১৯৯ ৯২ ০৯'৮২ ৬৯০২
৮৭৫৫৭৫২৮৯৭ ১৯৯.০৭ ৮৯৯৯৯৭
১৯৯২৯৭ ৫৯.৯২২৭ ০২ ৯৮৫ ৮৮ ২৭০
৬৬১৮৯৯.৮ ২৮৯৭ ১৯৯১৯৮ ২৮৯৯৭।
১৯৬৯৯ ৫৬৫২২৯. ৫৮৯৮৬ ৬৮৯.০৭৯
৯৭৮৮ ১৮০০৭ ৮৭৫৫৭৫২৮
৬৯.২৬৫ ০৯৭ ৬৮৯৯২ ১৯.০৭ ৮৯৯৯৯৭
৫২২৯৫ ০৯৭৯ ৫২৮?
৬৮৯.৯০৭ ১৯৬৯৯০ ৬৯৫৯৯৭ ০৯১৮৯
৫৯৯১৯৫২৮৯৭ ২৬৬
১৯'৮৯৭ ৫৯৯১৯৫ ৮'৬২৭ ৭৯৭৯
৫৮২২ ৫২৯২৫ ৮৬৬।
২৬১-৬৬১ ৮৯৯৮৯৫ ৬৯০২
৯১৮৭ ৬৮৯৬৭৫-৯ ৮৯.৫৭
৯২'৫২৫ ১৯৯১৯ ৮৬৫৯৭ ৫২৫৯৯
৮৯২৯ ১৮-৮৮ ৬৯.৫৭।
৯১৮৭ ৯.৫৭২ ৯১৮৭ ৬২১৯৯৯৫
৫৯২৯৯৮০৯৭ ৬৮৯৯৭ ৮৮৯৯৯
১৯২৯৭ ৯৮৮০২ ৯৮৫১৯৫ ৯১৮৭
৬৬১৮৯৯.৮৯ ১৯৯১৯ ২৮৯।
১৯.০৭ ৮৯৯৯৯৭ ০৯'৮২৫ ৯২২২
৭৯৭৯৯ ৬৮৯৯৮৯ ৫৫৫৫
৬৯৫ ৯২৮৮ ৯৭ ৫২৮২৭ ৫৭৬৯.৫
০৯.৬৬ ৬৬১৮৯৯.৮৯৭ ৮৯৯৯৬৮৯৯।
১৯.০৭ ৮৯৯৯৯৭ ৬২৬২১ ৯৮৭৯২
৯১৮৭ ০৯'৮২৫ ০৯৫৫৭
৬৯৫ ৯২৮৮ ৮৯৬ ৯.৫৮৯.৯
৭৯৭৯৯ ৫৭৬৯. ২৯৭৯৯।

চন্দ্রগ্রহণ আশঙ্কায়

-Pratima hansda

1st sem

Geo

আজ হঠাৎ এ চন্দ্রগ্রহণ লাগাতে
হনুমান আগুনের আশঙ্কায়
গ্রামের গুরু ঝাড়েছে চন্দ্রগ্রহণ হা.'রাগ এসেছে
ধরে হঠাৎ আশঙ্কা।
সাগর ধনপুরে এতে গুরে পা.র গুণ
ঘোচাবার চন্দ্রগ্রহণ আশঙ্কায়।
হা.রাগ গ্রামের চণ্ডীমণ্ডে হাসনে এসে
নাচে চণ্ডীতলায় নাও ওনাপানাও।
আ.ঘোর চুচুর ঘোড়া রোগ রাখারেছে চু
চুচু আশনায় ধরে পেছনেরে।
নারে-নানান চু আচরণে,
ঝড়-ঝড়িতে চু সারেতে আনাধনায় পা.রাগ
ঝনঝনচুনে রে আচরণ ঘনঘনায়ে।
রোনা আশনাও গ্রামের এসেছে।
হনুচুনে নগরে চেগুর হারেনা.ঘ হনুওচুচু পা.রাগ
ওচাং রোঘাচে ওন'ঘরেন আগেরে
রোনা গ্রামের আ.ঘোর চুরেছে।

-: অভিজ্ঞতা চিত্রণ :-

জয়ন্তকুমার হেমব্রম

JAYANTA HEMBRAM

Sem.-1

আমার জন্ম আমার মাতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বাঁকুড়া গ্রামে। আমার বাবার নাম জয়ন্তকুমার হেমব্রম। আমার মায়ের নাম মিনতি হেমব্রম। আমার বাবা একজন কৃষক। আমার মা একজন গৃহবধূ। আমার দুই ভাই আছে। বড় ভাইয়ের নাম সুজিত হেমব্রম। ছোট ভাইয়ের নাম সুমন হেমব্রম। আমার বাবা অল্প জমিতে চাষ করে। আমার মা সংসার দেখাশোনা করে। আমার বাবা-মা খুব পরিশ্রমী। তাঁরা আমাদের লেখাপড়ার জন্য অনেক কষ্ট করেন। আমার বাবা-মা চাষের কাজ করে আমাদের লেখাপড়া শেখান। আমার বাবা-মা আমাদের খুব ভালোবাসেন। আমার বাবা-মা আমাদের কখনো বকা দেন না। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কথা বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন।

আমার মাতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গ। আমি বাঁকুড়া গ্রামে থাকি। আমার বাবার নাম জয়ন্তকুমার হেমব্রম। আমার মায়ের নাম মিনতি হেমব্রম। আমার বাবা একজন কৃষক। আমার মা একজন গৃহবধূ। আমার দুই ভাই আছে। বড় ভাইয়ের নাম সুজিত হেমব্রম। ছোট ভাইয়ের নাম সুমন হেমব্রম। আমার বাবা অল্প জমিতে চাষ করে। আমার মা সংসার দেখাশোনা করে। আমার বাবা-মা খুব পরিশ্রমী। তাঁরা আমাদের লেখাপড়ার জন্য অনেক কষ্ট করেন। আমার বাবা-মা চাষের কাজ করে আমাদের লেখাপড়া শেখান। আমার বাবা-মা আমাদের খুব ভালোবাসেন। আমার বাবা-মা আমাদের কখনো বকা দেন না। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কথা বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো জিনিস কিনে দেন।

আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো কাজ করতে বলেন। আমি আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো পোশাক কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খাবার খাওয়ান। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো বই কিনে দেন। আমার বাবা-মা আমাদের ভালো ভালো খেলনা কিনে দেন।

আমাদের শিক্ষিকা পারমিতা- "আমাদের বাড়িতে কাজের লোক আছে। আমার বাবা-মা আমাদের খুব ভালোবাসে। আমার বাবা-মা আমাদের খুব ভালো ভালো কথা বলেন।

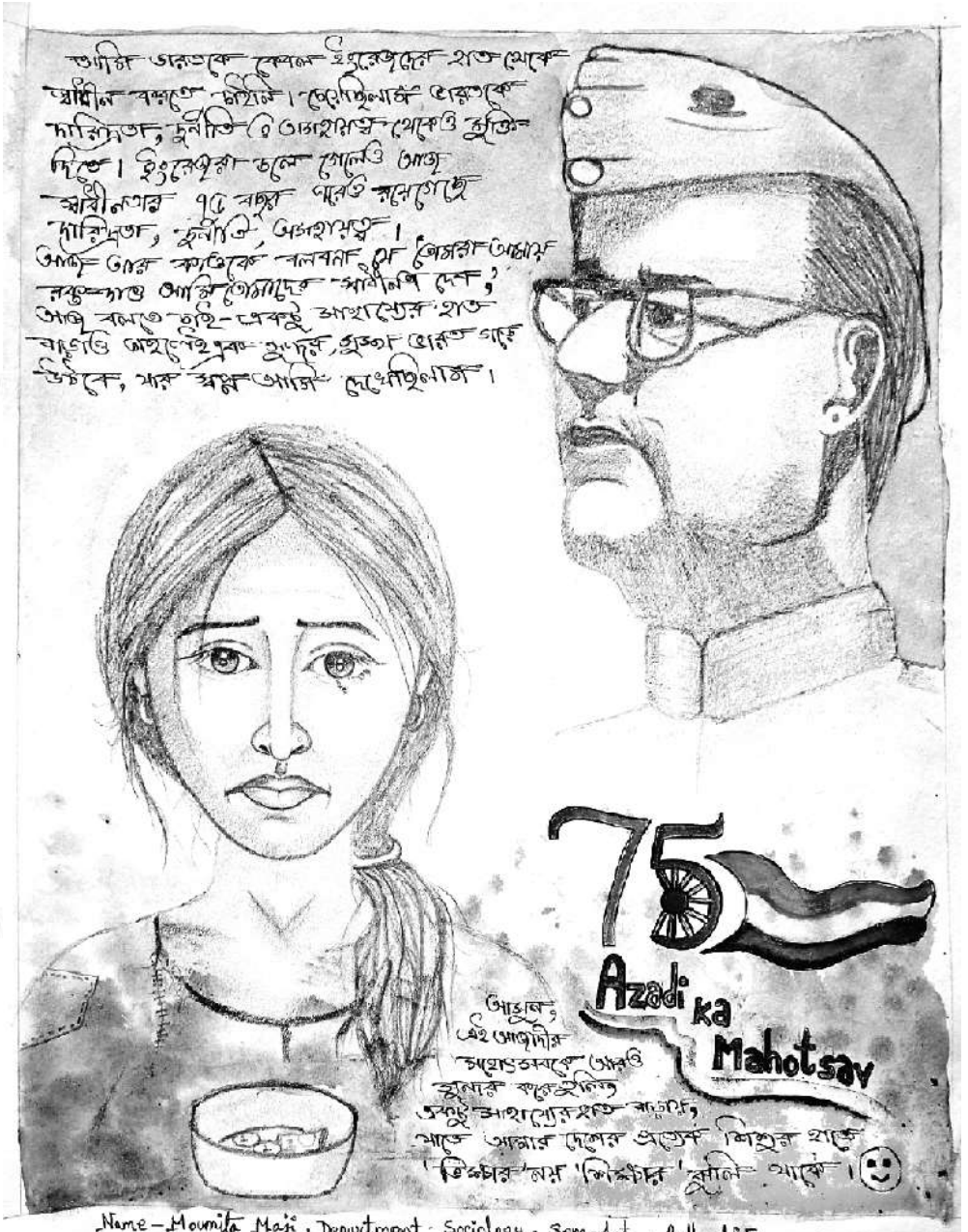

Name – Moumita Maji, Department Sociology, Sem-1st, Roll-185

There is a 'Durga' in every 'Woman'

Learn to respect her, before worshiping
the Goddess in a temple.

Dept - Physical Education

Name - **Ashutosh Mandal**
Sem - 3rd Roll No.- 187

Radheshyam
EX-STUDENT

RADHESHYAM

Radheshyam
EX-STUDENT

RADHESHYAM
EX-STUDENT

EX-STUDENT
RADHESHYAM

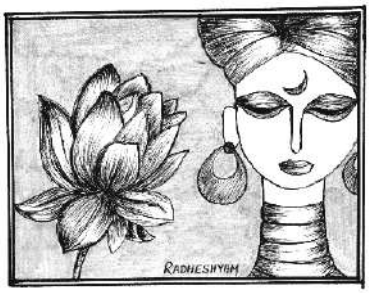
RADHESHYAM

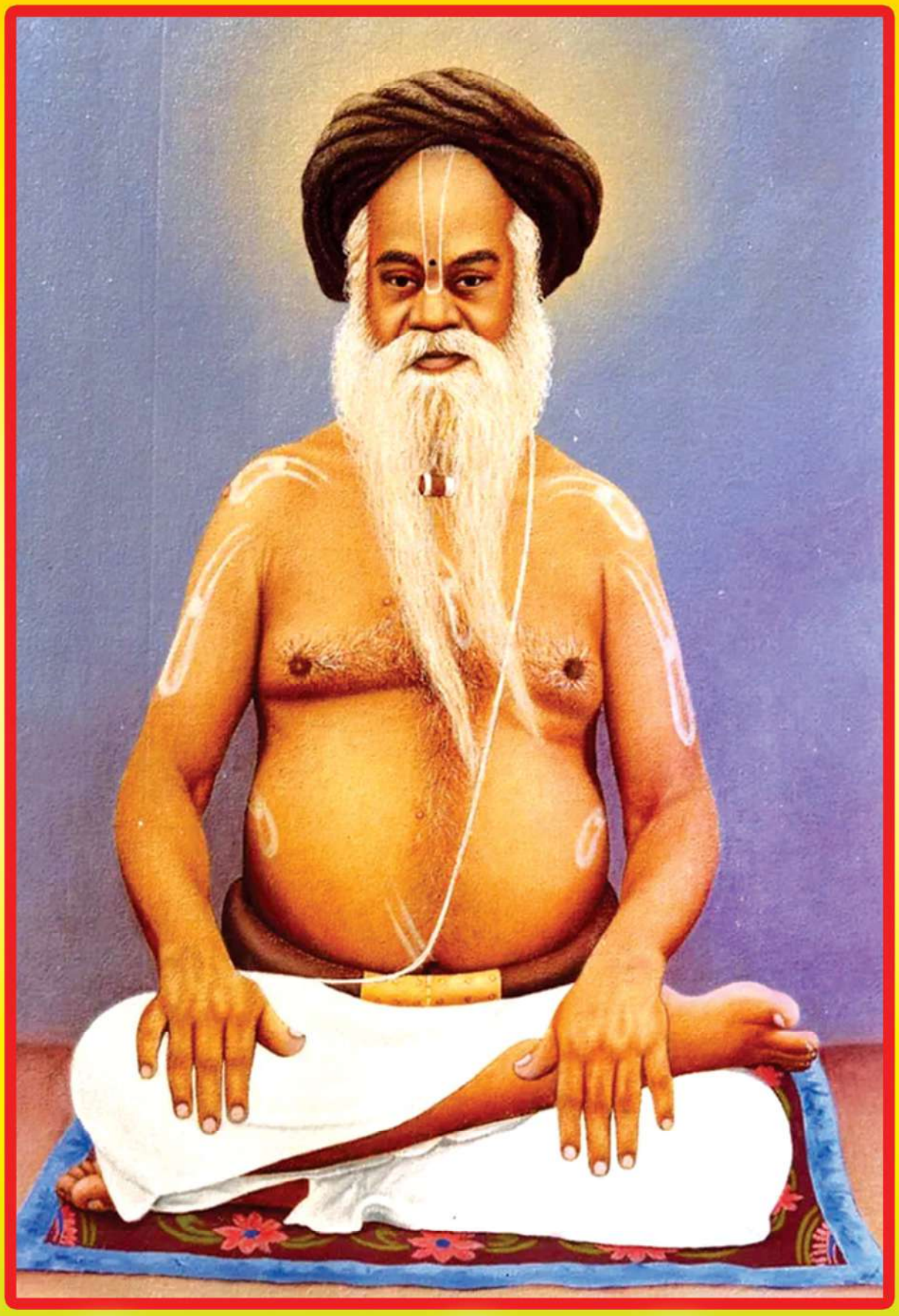

স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ

সুখবর

CITIZEN

জেলায় জেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা মহাবিদ্যালয়

সরকার স্বীকৃত মহাবিদ্যালয়

(বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত)

ইউ.জি.সি. স্বীকৃত

প্রতিষ্ঠা বর্ষ - ২০০৯ ভড়া, বাঁকুড়া

Printed by : Sareswar Printing Press, Rasikganj, Bishnupur, (M) : 9851773207